

নির্দেশ না মানলে
কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ কাদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে শুনানি হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, কমিশনের সেই নির্দেশ মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসল কমিশন। কড়া বার্তা দিয়ে জানিয়ে দিল, নির্দেশ না মানলে বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড যাতে শুনানির ক্ষেত্রে প্রহরযোগ্য নথি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেজন্য কমিশনের কাছে সুপারিশ করবে তারা। গত ২৭ ডিসেম্বর থেকে এসআইআর-র হিয়ারিং শুরু হয়েছে। শুনানিকেন্দ্রে বয়স্ক, অসুস্থদের আসা নিয়ে সরব হয় তৃণমূল। এরপরই নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দেয়, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, সন্তানসম্ভবা এবং যাদের বয়স ৮৫ বছরের বেশি, তাদের শুনানিকেন্দ্রে আসতে হবে না। এবং বিশেষভাবে সক্ষমদেরও শুনানিকেন্দ্রের আসার প্রয়োজন নেই। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হিয়ারিং হবে। তবে ৮৫ বছরের কম ভোটারদের হিয়ারিংয়ে আসতে হবে বলে কমিশন জানায়। কমিশনের এই



নির্দেশ পরও অভিযোগ ওঠে, কমিশনের নির্দেশ মানা হচ্ছে না। অসুস্থ, বয়স্কদের শুনানিকেন্দ্রে আসতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এই অভিযোগ পেয়েই কমিশন জানিয়ে দিল, ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক ভোটার, সন্তানসম্ভবা এবং গুরুতর অসুস্থ কাউকে যদি শুনানিকেন্দ্রে আসতে বাধ্য করা হয়, তাহলে বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপরে উল্লিখিতদের ক্ষেত্রে বাড়িতে গিয়ে কবে শুনানি হবে, তাও জানিয়ে দিল কমিশন। শুনানি পর্বের শেষ সপ্তাহে ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক, সন্তানসম্ভবা, গুরুতর অসুস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি হবে বলে কমিশন জানা। এদিকে, শুনানির সময় যেসব নথি চাওয়া হচ্ছে, তার বাইরে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে যাতে নথি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার জন্য কমিশনকে সুপারিশ করা হবে বলে সিইও দফতর জানিয়েছে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির চা বাগানগুলির শ্রমিকদের নাম যাতে কোনও নথির অভাবে এসআইআর তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিয়েও পদক্ষেপ করল কমিশন। প্রায় ২০০ বছর ধরে বংশ পরম্পরায় অনেক শ্রমিক কাজ করেন। চা বাগানগুলিতে মজুরি ও পিএফ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। টি প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যান্ড অনুযায়ী তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বছরের শুরুটা ভাল কাটল না চন্দ্রনাথের,
মন্ত্রীর ৪ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ বছর শুরু ভাল কাটলো না কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। নিয়োগ দূনীতি মামলার মন্ত্রীর প্রায় ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি। নিজের নামে, স্ত্রীর নামে ও দুই ছেলের নামে থাকা ১০টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে আদালতে জানিয়েছে ইডি। বাজার, ফ্ল্যাট, জমি মিলিয়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। রেজিস্ট্রেশনের সময় যে দামে কেনা হয়েছিল সেই মূল্য ধরেই বাজেয়াপ্ত। বর্তমান বাজারদর দিগুণ। চন্দ্রনাথ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে এই সম্পত্তি

শাহ সাক্ষাতের পর দিলীপের
গুরুত্ব কতটা বাড়ল বিজেপিতে?

নতুন সিদ্ধান্তে বুঝিয়ে দিলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ তিনি রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বেই কার্যত এ রাজ্যে বিজেপির উত্থান। কিন্তু, গত কয়েকমাসে নানা ঘটনায় দলের সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছিল তাঁর। অবশেষে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ফের স্বহিমায় দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ বিজেপিতে দিলীপের গুরুত্ব যে বাড়ছে, নতুন এক সিদ্ধান্তে তা ফের বুঝিয়ে দিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপের



জন্য সল্টলেকে বিজেপি দফতরে একটি ঘর বরাদ্দ করলেন বর্তমান রাজ্য সভাপতি। দিয়ায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের দিই সপ্তীক দিলীপ ঘোষের যাওয়া এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছিল। দিলীপের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে একাধিক নেতা সরব হয়েছিলেন। তারপর থেকে বিজেপির বড় কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিকে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাংলা সফরে বৃথার ডাক পান দিলীপ। শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ফের স্বহিমায় দেখা যাচ্ছে দিলীপকে। দিলীপ ঘোষ বলছেন, অমিত শাহর নির্দেশে কাজে বাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। আর দিলীপের স্বহিমায় ফেরা নিয়ে কী বলছেন শমীক? দিলীপের দলবদল

দিলীপ ঘোষকে স্বহিমায় বা তাঁর চেনা মেজাজে দেখতে পাবো। জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া বিতর্ক অতীত বলে মন্তব্য করে শমীক বলেন, “ক্রাজড চ্যাপ্টার। এগুলো অতীত। অতীত নিয়ে আমাদের কোনও বক্তব্য নেই। যা আছে, তা বর্তমান।” দিলীপের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন শমীক। এবার দিলীপের জন্য সল্টলেকে বিজেপি দফতরে ঘরের ব্যবস্থা করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। এতদিন সল্টলেকের দফতরে বিশেষ দেখা যায়নি দিলীপকে। শুক্রবারই দলের কর্মীদের নিয়ে এখানে বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। জানুয়ারিতে রাজ্যজুড়ে বেশ কয়েকটি সভা করার কথা তারা। সুতের খবর, ৬ থেকে ২০ জানুয়ারি বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ১৬টি সভা করতে পারেন দিলীপ।

‘মৃত’ ভোটারদেরই র‍্যাম্পে হাটালেন অভিষেক!

‘বাঙালি কী, দিল্লিকে বুঝিয়ে এসেছি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২ জানুয়ারিঃ জ্যাস্ত মানুষকে ‘মৃত’ দেখিয়ে ভোটের খসড়া তালিকা থেকে নাম বাদ! অভিযোগের জ্বাবেই বারুইপুরে প্রচারসভার মঞ্চে বিশেষ র‍্যাম্প তৈরি-সভামঞ্চ থেকেই সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণের মাঝপথেই র‍্যাম্পের দিকে ইঙ্গিত করে অভিষেকের বক্তব্য, “অনেকে ভাবছেন, এই র‍্যাম্পটা কেন করা হয়েছে। আজ এই র‍্যাম্পে আমি তিন জন ‘মৃত’কে হাটাব। কমিশন যদিও মৃত বলেছে, তারা আজ এখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ।” তার পরই মঞ্চে উঠে আসেন মনিরুল ইসলাম মোল্লা, হরেকৃষ্ণ গিরি ও মায়াদাস। তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে জনতার উদ্দেশে অভিষেকের প্রশ্ন, “দেখতে কি মৃত মনে হচ্ছে? এরা বেঁচে আছেন-আপনারা দেখছেন। কিন্তু কমিশন নাকি দেখতে পাচ্ছে না! দু’জনের বাড়ি মোটরবুকজ, একজনের কাকদ্বীপ। এভাবে জ্যাস্ত লোকদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ভোটার তালিকা থেকে, তাই এই র‍্যাম্প-‘মৃতদের’ হাটতে দেখানোর জন্য।” এরপরই কেন্দ্র ও কমিশনকে এক বন্ধনীতে রেখে অভিষেকের সাক্ষ বার্তা, “আমরা একজনের নামও কাটতে দেব না। আগামী দিনে তৃণমূল দিল্লিতে যাবে। ড্যানিশ কুমাররা তৈরি থাকুন-জ্ঞানেশ কুমার, অমিত শাহ-সবাই ভোটের জলোচ্ছ্বসে ভেসে যাবেন।” আগামী ১৯ দিনে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ২৬টি সভা করার পরিকল্পনার কথাও জানান অভিষেক। তার মন্তব্য, “যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা-আজ



তারই শুভসূচনা করলাম।” তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা। তবু কেন এখান থেকেই উদ্দেশ্য সূচনা? তার জবাবে অভিষেক বলেন, “শুভ কাজে বেরোতে গেলে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে হয়। কালীঘাট আমার জন্মভূমি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা আমার কর্মভূমি। বাম আলে এখান থেকেই পালাবদলের শুরু হয়েছিল। তাই

এখান থেকেই ছাব্বিশের প্রচার শুরু করলাম।” কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, “এটা শুধু একটা নির্বাচন নয়, এটা মানুষের মরণ বাঁচন লড়াই।” অভিষেকের কথায়, “তৃণমূল জিতলে দু’মুঠো ভাত, আর বিজেপি থাকলে ধর্মে ধর্মে আঘাত!” ২০১৪ সালে দেশের ক্ষমতায় বসার সময় বিজেপির শ্লোগান ছিল বছরে ২ কোটি চাকরি।

এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, “বছরে ২ কোটি চাকরি দেবে বলেছিল, ১১ বছরে কত চাকরি হয়? বাংলার কথা ছেড়ে দিলাম, গুজরাট বা উত্তরপ্রদেশে যদি দেখাতে পারে এক একটা বিধানসভায় অন্তত ৫ হাজার চাকরি দিয়েছে, তাহলে রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।” সম্প্রতি গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে এক প্যাটিস

বিক্রেতাকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। ওই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, “প্যাটিস বিক্রেতাকে মারছে, এর জবাব বাংলা দেবে না? দিল্লির বাবারা টিক করবে? ২ মাসে ৫৬টা প্রাণ চলে গেছে। মায়েরা জবাব দেবেন না?” খানিক খেমে জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজেই। বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করে বললেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছে, বাংলার মানুষের দিকে চোখ তুলে থাকলে গণতান্ত্রিক উপায়ে ২১, ২৪ এর পুনরাবৃত্তি হবে ছাব্বিশেও।” গতবারের চেয়ে তৃণমূল একটা হলেও বেশি আসন পাবে জানিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, “এবারে জেলার ৩১টাের ৩১টাতেই জিততে হবে।” অভিষেকের সুরে সাংসদ-অভিনেত্রী সায়নী ঘোষও বলেন, “যতই করো ইডি-সিবিআই-এসআইআর এই বাংলা ছাব্বিশেও মমতার।” দিল্লির রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে তাঁর সেই বাদানুবাদের ঘটনাকে এদিন জনতার সামনে তুলে ধরেন অভিষেক। র‍্যাম্পে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, “দিল্লিতে যখন দেখা করতে যাছি, জ্ঞানেশ কুমার আমার দিকে আঙুল তুলে কথা বলছিলেন। আমি সোজাসাপটা বলে দিয়েছি- আঙুল নামিয়ে কথা বলুন, আপনি মনোনীত কিন্তু আমি নির্বাচিত।” জ্ঞানেশ কুমারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক এদিন আরও বলেন যে, “বাঙালিকে যারা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে, তারা ভুল করছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, বাঙালি কী জিনিস, তা দিল্লিতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। এর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দিল্লি যাবেন।”

ভারত সরকার

বিকশিত ভারত - রোজগার এবং আজিভিকা
মিশনের গ্যারান্টি (গ্রামীণ)ঃ ভিবি - জি রাম জি

(বিকশিত ভারত - জি রাম জি) অ্যাক্ট, ২০২৫

125 দিন
গ্রামীণ কর্মসংস্থান
নিশ্চয়তা

প্রযুক্তি চালিত,
রূপান্তরের
নতুন পথ
সময়ে মজুরি প্রদান

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা (ডিজিপিপি)
প্রণয়নে জিআইএস-এর ব্যবহার

মোবাইল-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, রিয়েল-টাইম
ড্যাশবোর্ড এবং এআই-সক্ষম বিশ্লেষণ

বিকশিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো বিকশিত
ভারতের পথ প্রশস্ত করছে

cbc 35101/13/0061/2526

অর্জুন এরিগেহিসিকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২জানুয়ারি :দোহায় একআইডিই ওয়াশ্‌ল্‌ ব্লিজ দাবা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জয়ের জন্য অর্জুন এরিগেহিসিকে অভিনন্দন জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অতি সম্প্রতি এক্‌আইডিই র‍্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জেতার পর অর্জুনের মুকুটে আরও একটি পালক জড়ল বলে উল্লেখ করছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অর্জুনের দক্ষতা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন।প্রসঙ্গত, দোহায় গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ফিডে ওয়াশ্‌ল্‌ ব্লিটজ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাহিসি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

জন্মদিনেই শৌচাগারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু শিবসেনা নেতার মেয়ের

জলন্ধর, ২ জানুয়ারি : গিজার থেকে গ্যাস লিক করায় নিজের জন্মদিনেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলেন এক শিবসেনা নেতার মেয়ে। পাঞ্জাবের জলন্ধরের বাসিন্দা দীপক কাষোজ উত্তর ভারতের শিবসেনা নেতা। তাঁর ২২ বছরের মেয়ে মুনমুন চিতওয়ানের জন্মদিন ছিটি বছরের প্রথম দিনে। সে দিন স্নানের সময় গিজার থেকে গ্যাস লিক করে। সংজ্ঞা হারিয়ে শৌচাগারে পড়ে যান তরুণী। মৃত্যু হয় তাঁর। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, গ্যাস লিকের ফলে বন্ধ বাধকরের ভেতরে দ্রুত গ্যাস জমে যাওয়ায় মুনমের শ্বাসকণ্ট হচ্ছিল। তিনি স্ত্র্না হারিয়ে ফেলেন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অনেকক্ষণ ধরে সে শৌচাগার থেকে বেরিয়ে না আসায় পরিবারের সদস্যরা দরজায় ধাক্কা দেন, কিন্তু কোনও সাড়া মেলেনি। দরজা ভেঙে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উমরের সুবিচার চেয়ে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে চিঠি

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃউমর খালিদের জামিন এবং সুবিচার নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়ে ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে চিঠি দিলেন আমেরিকান কংগ্রেসের আট সদস্য। তাঁরা হলেন ডেমোক্রে্যাট নেতা জেমস স্টি ম্যাকগারন, জেমি রাসকিন, সেনেটর ফ্রিস ডান হলেন ও পিটার ওয়েলচ, কংগ্রেসের সদস্য প্রমীলা জয়পাল, জন শেফোল্ডি, রিশিদা তালিব এবং লয়েড ডগেট। বিচারালয় ছাত্রনেতা প্রায় ৫ বছর ধরে জেলে বন্দি। ওই চিঠিতে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে মানবাধিকার রক্ষা, স্বাধীনতা বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে উমরের উদ্দেশে হাতে লেখা একটি চিঠি দিয়েছেন নিউ ইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিও। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় উমরের বাবা-মা আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে বেশ কয়েক জন রাজনীতিকের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। মামদানির চিঠিতেও সে কথার উল্লেখ আছে। মামদানি লিখেছেন, আমরা সবাই আপনার (উমরের) কথা ভাবছি।

পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ বীরভূমে

বোলপুর, ২ জানুয়ারি : কলকাতায় পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠের পর এবার পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে অয়োজন হল বীরভূমে। শুক্রবার গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙ্গা আশ্রমের কলিক মহারাজ।এদিন বীরভূমের নারীহাটি ২ ব্লকের প্রসাদপুর গ্রামে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।প্রসঙ্গত, ডিসেম্বর মাসে সিংগেডে হয় ‘৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’। সনাতন সংস্কৃতি সংসদ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় গীতা হয় পাঠের অনুষ্ঠান। সেখানে বহু মানুষ অংশ নিয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী সব বিশিষ্টদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। শান্তি ও সম্প্রীতি প্রসারের লক্ষ্যে আবারও পাঁচ হাজার কণ্ঠে গীতা পাঠ হল বীরভূমে।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাবসংসর্গের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ঘাপা হচ্ছে।

২০২৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ছুটেবে দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন, সুরাট -বিলিমোরা রুটে শুরু পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২জানুয়ারিঃ দেশের প্রথম বুলেট ট্রেন চালু হতে চলেছে ২০২৭ সালের ১৫ আগস্ট। মুম্বই-আহমেদাবাদ হাই-স্পিড রেল প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে গুজরাটের নভসারি জেলার বিলিমোরা থেকে সুরটের মধ্যে বুলেট ট্রেন পরিষেবা শুরু হবে। বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই তথ্য জানিয়েছেন।রেল ভবনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্ট্রিপর সংস্করণ সক্রান্ত যোষণার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রেলমন্ত্রী জানান, মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্প ধাপে ধাপে চালু করা হবে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সুরট-বিলিমোরা অংশে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে সুরট-ভাপি, ভাপি-আহমেদাবাদ, থানে-



আহমেদাবাদ এবং সর্বশেষ মুম্বই-আহমেদাবাদ সম্পূর্ণ রুটে পরিষেবা চালু করা হবে।রেল মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩৩০ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪০৮ কিলোমিটার পিয়ার নির্মাণের কাজ

শেষ হয়েছে। পাশাপাশি ১৭টি নদী সেতু, ৫টি প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (পিএসসি) ব্রিজ এবং ১১টি স্টিল ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়মতো অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে এবং ২০২৭ সালেই দেশের মানুষ প্রথম বুলেট ট্রেন পরিষেবার সুবিধা পেতে চলেছেন।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ২ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোমনৈ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি কামনা করেন, নববর্ষে ২০২৬ সালের জীবনে সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।গত বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যম ‘এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নববর্ষের সুনা নক্ষত্র নতুন বছরের শুরু নয়, বরং আমাদের বীর পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের ‘সোনার ঝাড়খণ্ড’ গঠনের পথে এক



গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রা। তিনি জানান, ২০২৫ সালে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের দিশারী গুরুজি শিবু সোমনৈ ও মহান আন্দোলনকারী রামদাস সোমনৈ

প্রয়াত হলেও তাঁদের আশীর্বাদ আজও রাজ্যবাসীর সঙ্গে রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বিগত বছরগুলিতে ঝাড়খণ্ড সশ্রম, সংকল্প ও সম্ভাবনার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে। এই যাত্রায় আদিবাসী, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা ও যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায়, জনকল্যাণ ও অমর্তুড়িত্বমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য একাধিক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।তিনি আরও জানান, আমাদের সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য,

ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতির হিসেবে জানানো হয়েছে, ২৩৫ কিলোমিটার ট্রাকে সাড়ে চার লক্ষের বেশি সাউন্ড ব্যারিয়ার বসানো হয়েছে। প্রায় ৫৬০ ট্রাক কিলোমিটারে আরসি ট্র্যাক বেড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। মূল ভায়াডাক্ট লাইনের ৮৫ কিলোমিটার অংশে প্রায় ৩,৭০০টি ওভারহেড ইকুইপমেন্ট (ওএইচই) মাস্ট বসানো হয়েছে। মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় পাহাড়ি এলাকায় একাধিক টানেলের খনন কাজ চলছে এবং মুম্বইয়ের ভুগওন্ড স্টেশন নির্মাণেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। রেল মন্ত্রক জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়মতো অনুযায়ী কাজ এগোচ্ছে এবং ২০২৭ সালেই দেশের মানুষ প্রথম বুলেট ট্রেন পরিষেবার সুবিধা পেতে চলেছেন।

পিপ্রহওয়া পুরাগিদর্শনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন আজ

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ(শনিবার), বেলা এগারোটো নাগাদ নতুন দিল্লির রাই পিথোরা সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র পিপ্রহওয়া পুরাগিদর্শনের মহীয়ান আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। এই প্রদর্শনীতে প্রথমবারের মতো এক শতাব্দীরও বেশি সময় পর ফিরে আসা পিপ্রাহওয়া পুরাগিদর্শন, যা নতুন দিল্লির জাতীয় জাদুঘর এবং কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত পিপ্রাহওয়া থেকে প্রাপ্ত নিরুত পুরাগিদর্শন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে।১৮৯৮ সালে আবিষ্কৃত, পিপ্রাহওয়া পুরাগিদর্শনগুলি প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে।

আড়াই কোটির চাকরির প্রস্তাব পেলেন অইআইটি হায়দরাবাদের পড়ুয়া

হায়দরাবাদ, ২ জানুয়ারি : বয়স ২৫শু। সেই ছেলেই পেয়েছেন বছরে ২.৫ কোটি টাকা প্যাকেজের চাকরির প্রস্তাব। হায়দরাবাদ আইআইটির কম্পিউটার সয়েন্সে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র এডওয়ার্ড নাথান ভার্গিসকে ওই প্যাকেজের চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে নেদারল্যান্ডসের সংস্থা ‘অপটিভার’। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সেখানে জানা গেছে, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কোনও ছাত্র সর্বোচ্চ এই প্যাকেজের চাকরির প্রস্তাব পেলেন। এডওয়ার্ড এর জুলাই মাসে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ওই সংস্থায় যোগদান করার কথা।এডওয়ার্ড হায়দরাবাদে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই বেড়ে ওঠেন। পরে তিনি সপ্তম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে পড়াশোনা করেন।

২০২২ সালে তিনি জেইই নেইন-এ সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক করেন ১১০০, জেইই অ্যাডভান্সড-এ সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক করেন ৫৫৮। ২০২৫ সালে কমন আডমিশন টেস্টে (ক্যাট) তিনি ৯৯.৯৬ পারসেন্টাইল স্কোর করেন এবং ১২০তম স্থান অধিকার করেন। তাঁর ক্যারিয়ার, আমি জানতাম আইআইটি ট্যাগ ক্যাম্পাসে বড় সংস্থাকে টানবে। প্রথম বর্ষ থেকেই আমি কম্পিউটিভ প্রোগ্রামিংয়ে আগ্রহী এবং দেশের প্রথম ১০০ জনের মধ্যে ছিলাম। সেটাই ইন্টারভিউতে অনেকটা সাহায্য করেছে। পাশাপাশি, আইআইটি



এগুলি ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পুরাগিদর্শনের মধ্যে একটি। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পিপ্রাহওয়া স্থানটিকে প্রাচীন কপিলাবস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে, যা ব্যাপকভাবে সেই স্থান হিসাবে পরিচিত যেখানে ভগবান বুদ্ধ ত্যাগের আগে তাঁর প্রাথমিক জীবন কাটিয়েছিলেন।



হায়দরাবাদের নমনীয় কারিকুলাম ও বিভিন্ন কোর্স নেওয়ার সুযোগকেও সাফল্যের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখযোগ্য, ভার্গিসের বাবা-মা দু’জনেই পেশায় ইঞ্জিনিয়ার।এই সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে অইআইটি হায়দরাবাদের প্লেসমেন্ট পরিসংখ্যানেও বড় বদল এসেছে। চলতি বছরে আরও এক জন কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র পেয়েছেন ১.১ কোটি টাকার প্যাকেজ। এর আগে ২০১৭ সালে সর্বোচ্চ প্যাকেজ ছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। শুধু সর্বোচ্চ নয়, গড় প্যাকেজেও বড় লাফ। ২০২৪ সালে যেখানে গড় প্যাকেজ ছিল ২০.৮ লাখ টাকা, ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০.২ লাখ টাকা, প্রায় ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি। প্লেসমেন্টের প্রথম পর্যায়ে, যা ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে, মোট ২৪টি আন্তর্জাতিক অফার পেয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা।

শীতের ভরা মরশুমে ভারী বৃষ্টি তামিলনাড়ুর উটি ও নীলগিরিতে



উটি, ২ জানুয়ারি : শীতের ভরা মরশুমে যখন ঠান্ডায় কাঁপছে দেশের বিভিন্ন রাজ্য, কাম্বীর ও হিমালয় প্রদেশে হচ্ছে তুষারপাত। এমন সময় ভারী বৃষ্টি হচ্ছে তামিলনাড়ুর উটি ও নীলগিরিতে। বৃষ্টি এতটাই হচ্ছে যে, স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। শুক্রবার ও মূলধানের বৃষ্টি হয়েছে উটি ও নীলগিরিতে।শুক্রবার সকালে উটি ও নীলগিরি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে, কুনুরে ২১.৫ সেন্টি মিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা জেলার সর্বোচ্চ। উটি, কোঠাগিরি, কেথাই, কুন্ধা এবং আশেপাশের এলাকাতে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত মাসের ব্যাপক শিশিরের পরে, চলমান বৃষ্টিপাত দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করছে। জেলা জুড়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৯৮০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

মুস্তাফিজুরকে দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত শাহরুখেরঃআনন্দ দুবে

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : কলকাতা নাইট রাইডার্স কেন বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে দলে নিয়েছে, এই প্রশ্ন তুলে কেেকেআর-এর মালিক তথা অভিনেতা শাহরুখ খানকে নিশানা করেছিলেন বিজেপি নেতা সঞ্জীত সোহা। এ বাব মুস্তাফিজুরকে দল থেকে শাহরুখের বাদ দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করল শিবসেনা-ও (ইউবিটি)। শিবসেনা (ইউবিটি)-র মুখপাত্র আনন্দের দুবে বলেন, আইপিএলে ভারতের মাটিতে বাংলাদেশি খেলোয়াড়ের খেলতে দেওয়া উচিত নয়। পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি খেলোয়াড়ের এখানে নিষিদ্ধ করা উচিত। তারা আমাদের হিন্দু ভাই ও বোনেরদের হত্যা করছে। আমাদের ঘৃণা করছে। তাই শাহরুখ খানের অবিলম্বে ওই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে তাঁর দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত। এত হুইইয়ের পরেও বলা হবে গভীর আবেগ ও মানবিক যত্নগায়। বিশেষ করে এক নিষ্পাপ শিশুকন্যার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে গড়ে ওঠা গল্পটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বলে মন্তব্য করেন তিনি।সইফ ভূটানি, এই আবেগধার ও ভ্রাম্যটিক দিকই তাকে ছবিটি নির্মাণে আগ্রহী করেছে, যদিও প্রজেক্টটি পর্যায় আসতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তাঁর কথায়, এটি শুধুমাত্র রহস্যনির্ভর গল্প নয়, বরং এমন এক আখ্যান যা দর্শককে মানসিকভাবে নানিয়ে দেবে।উল্লেখ্য, সইফ আলি খানকে মেঘবার দেখা গিয়েছিল নেটজল্পের ছবি ‘ থিফ’-এ। আগামী দিনে তিনি অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ছবি ‘ অভিময় করবেন, যা ২০২৬ সালে মুক্তির কথা রয়েছে।

‘ক্রাইমের জগতে’ ফের সইফ আলি খান, আসছে নতুন চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট

মুম্বই, ২ জানুয়ারি : বলিউড অভিনেতা সইফ আলি খান ফের একবার অনাগাধ ও ড্রামা ধারারায় গল্পে ফিরছেন। ভিন্নধর্মী ও চ্যালেঞ্জিং চিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত সইফ মঙ্গলবার জানিয়েছেন , চলপ্রিয় লেখিকা নীলান্ধা রায়ের উপন্যাস ‘ র‍্যাক রিভার’ অবলম্বনে তিনি একটি ছবি নির্মাণের স্বপ্ন কিনেছেন।এদিন এক সাক্ষাৎকারে সইফ জানান , ‘ র‍্যাক রিভার’ তার প্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। কাহিনীটি একটি পুলিশ তদন্ত ও খুনের রহস্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, এর মূল শক্তি নিহিত রয়েছে গভীর আবেগ ও মানবিক যত্নগায়। বিশেষ করে এক নিষ্পাপ শিশুকন্যার হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে গড়ে ওঠা গল্পটি অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বলে মন্তব্য করেন তিনি।সইফ ভূটানি, এই আবেগধার ও ভ্রাম্যটিক দিকই তাকে ছবিটি নির্মাণে আগ্রহী করেছে, যদিও প্রজেক্টটি পর্যায় আসতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তাঁর কথায়, এটি শুধুমাত্র রহস্যনির্ভর গল্প নয়, বরং এমন এক আখ্যান যা দর্শককে মানসিকভাবে নানিয়ে দেবে।উল্লেখ্য, সইফ আলি খানকে মেঘবার দেখা গিয়েছিল নেটজল্পের ছবি ‘ থিফ’-এ। আগামী দিনে তিনি অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ছবি ‘ অভিময় করবেন, যা ২০২৬ সালে মুক্তির কথা রয়েছে।

রাশিফল

মেঘঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি খুব ভাল দিন হবে। আপনি যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রাখ করবেন। আপনার ভেতরের বেশি আশার চারপাশে ইতিবাচকতা ছড়িয়ে দেবে, যা আপনার সম্পর্ক গুলোকে শক্তিশালী করবে। শুভদিন হবে।
বৃষঃআপনার উদ্বেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্বভাবে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন।আপনি অস্বাভি অমৃত্ত্বিত এবং চাপ নিজের মধ্যে চেপে রাখবেন না। বারংবার আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া আপনাকে সাহায্য করবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে এটি কিছুটা কটিন অভিজ্ঞতা হতে পারে। আপনি আপনার আশেপাশে কিছু উদ্বেজনা এবং মতবিরোধের সম্মুখীন হতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে আজ কর্কট রাশি ঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। যেহেতু এই সময়ে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার জীবনের গতিপথকে প্রভাবিত করছে, তাই এই সময়ে, আপনি আপনার সম্পর্ক এবং সামগ্রিক জীবনে কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারেন।

কর্যঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাা হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসন্দি বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ধর্ষ। শুভ দিন হবে
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। এ দিনের পরিবেশে আপনাকে ভাবসামা এবং সের্ষ বরষায় রাখতে হবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ আপনাকে হতাশপ্রস্ত অনুভব করছে হতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। শুভ রং লাল।

করকঃ সামগ্রিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব আপনার জন্য কিছু সময়সার সৃষ্টি করতে পারে। আপনার স্নায়ুতন্ত্রকে কার্যকরী রাখতে এক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।
বৃশ্চিকঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কটিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষের বিভ্রান্ত হবে এবং আপনারকে হতাশপ্রস্ত অনুভব করছে হতে চলে যাবে। যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে।
পারে। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমক্যার দিন হবে। আপনার শক্তি এবং ইতিবাচকতা আপনাকে অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এই দিন আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

কুম্ভঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। এই সময়টি উত্থানে আপনাকে অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এই দিন আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।
কুম্ভঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জিং দিন হবে। এই সময়টি উত্থানে আপনাকে অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এই দিন আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বজায় রয়েছে শীতের আমেজ। ঠান্ডায় কাঁপছে কতিপয় থেকে কাকদ্বীপ, আসানসোল থেকে কোলগরা। আবার দার্জিলিং-এ হতে পারে তু ঝাঝরাটা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী চার-পাঁচ দিন কুয়াশার দেখা মিলতে পারে। ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমান। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হবে না। তবে এর পরের কয়েকটি দিন ধীরে ধীরে কমতে পারে শীত। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও সকালের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কালিঙ্গপং

জেয়ার-সকাল ১১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট।
ভাট্টা-বিকেল ০৪টা ৫০মিনিট এবং ভোর ০৫টা ৫০মিনিটে হতে পারে এবং অট্টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অট্টা যাবে আজ ৫টা ০৩মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

পানিহাটি উৎসবে চূড়ান্ত বিবাদ, মারধরের জেরে যুবকের মৃত্যু গ্রেপ্তার চার যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : পানিহাটি উসবে বলিউড গায়ক অঙ্কিত তিওয়ারির গানের অনুষ্ঠানের সময় শুরু হওয়া একটি বিবাদ শেষ পর্যন্ত প্রাণ কেড়ে নিল এক যুবকের। তিন দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।তম্ময সরকার (২৮) নামে ওই যুবকের। এই ঘটনার তদন্তে নেমে খড়দা থানার পুলিশ চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খড়দা হলেন দীপ অধিকারী, দেবজি দাস, শিবম দাস ও আকাশ নন্দার। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১৯ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা জানতে তদন্ত এখনও চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত ২০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া পানিহাটি উসবকে কেন্দ্র করে।

সোদপুরের অমরাবতী মাঠে আয়োজিত এই উসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ২৮ ডিসেম্বর বলিউড গায়ক অঙ্কিত তিওয়ারির লাইভ পারফরম্যান্স। সেই অনুষ্ঠানে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিযোগ- বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ১৪ বছরের ওই নাবালিকা বাড়িতে একাই ছিল। বাবা মা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল। সেই সুযোগে প্রতিবেশী দাদু-সুবল বর্মন ওই নাবালিকার বাড়িতে আসে। এবং দরজা খুলতে বোলা নাবালিকা সম্পর্কে দাদু হওয়ায় বিশ্বাস করে দরজা খুলে ঘরে বসতে বলেন। এবং নাবালিকা জানান যে তার বাড়িতে বাবা মা নেই। এরপরই সুবল বর্মন ওই নাবালিকাকে জোর করে ধরে ধর্ষণ করে। নাবালিকা কান্নাকাটি করলে কাউকে বলতে বাগর করে সুবল বর্মন । এবং ওই নাবালিকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যায়।এরপর নাবালিকার বাবা-মা বাড়িতে আসলে পুরো ঘটনা জানায় বাবা-মাকে ওই নাবালিকা । রাতেই হিন্দলগঞ্জ থানায় সুবল বর্মনের নামে অভিযোগ করে নাবালিকার পরিবার।অভিযোগের ভিত্তিতে সুবল বর্মনকে গ্রেফতার করে করে হিন্দলগঞ্জ থানার পুলিশ এবং ওই নাবালিকাকে ডাক্তারি পরীক্ষা করানো হয়। শুক্রবার সুুল বর্মনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ন্যায্য মূল্যে বিক্রিতে রাজ্যের উদ্যোগ-৮০০ স্টলে কম দামে ডিম

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : খুচরো বাজারে ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়তে শুরু করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় এই খাদ্যপণ্যটি যাতে ন্যায্য ও সহনীয় দামে মানুষের হাতে পৌঁছয়, তার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লুবিএলডিসিএল)-এর মাধ্যমে সারা রাজ্য জুড়ে ৮০০-রও বেশি স্টলে কম দামে ডিম বিক্রি করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই স্টলগুলিতে খুচরো বাজারের তুলনায় প্রতিটি ডিম অন্তত এক টাকা কম দামে পাওয়া যাবে। এর ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে ডিম কেনা অনেকটাই স্বস্তিদায়ক হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, ডিমের দাম বৃদ্ধি সাময়িক হলেও, বাজারে ঘাটতির আশঙ্কা দেখা দিলে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। সেই কারণেই বাজারে হস্তক্ষেপ করে সরাসরি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য একদিকে যেমন দাম নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে তেমনই পর্যাণ্ড জোগান বজায় রাখা। শুধু বিক্রি নয়, ডিমের উপাদন বাড়ানোর দিকেও জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার। জানা গিয়েছে, ডব্লুবিএলডিসিএল-এর অধীনে থাকা সাতটি পরিবেশ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গোশালটি লোয়ার ফার্মে উপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ফার্মগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। বর্তমানে ডব্লুবিএলডিসিএল-এর মাধ্যমে বছরে গড়ে প্রায় ৪৫ কোটি ডিম উৎপাদন হয়। রাজ্যের চাহিদা মেটাতে এই উপাদনের পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় সরকারি উদ্যোগে চালু থাকা পোলট্রি ফার্মগুলিকেও ডিম সরবরাহ ব্যবস্থায় সক্রিয় করা হয়েছে। এর ফলে জেলাস্তরেই ডিমের জোগান মজুত রাখা সম্ভব হচ্ছে। প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, উৎসবের সময় সাধারণত ডিমের চাহিদা বেড়ে যায়। উৎসব শেষ হলেও যাতে বাজারে হঠাৎ ঘাটতি তৈরি না হয় এবং দাম অস্বাভাবিকভাবে না বাড়ে, সে বিষয়েই আমরা বিশেষ নজর রাখছি।

অ্যান্টিবায়োটিকের যথেষ্ট ব্যবহার রুখতে রাজ্যস্তরে অ্যাকশন প্ল্যান, ৯ জানুয়ারি খসড়া চূড়ান্তের সন্তাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচার ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার থেকে উদ্ধৃত বিপদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার ‘স্টেপ অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকশন প্ল্যান’ চালুর পথে এগোচ্ছে। রাজ্যস্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতির খসড়া চূড়ান্ত উপরে আসামী ৯ জানুয়ারি একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যদপ্তর নয়, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পদাধিকারীদের উপস্থিত থাকার কথা। স্বাস্থ্য, প্রাণিসম্পদ, মস্যা, পরিবেশ দপ্তর-সবটিকে একত্রে এনে একটি সমঝিত বা ‘ হেলথ অ্যাপ্রোচ’-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই-মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশ- এই তিন ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিকের যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত

মতো। অভিযোগ অনুযায়ী, গান চলাকালীন নাচানচিকে কেন্দ্র করে তম্মযের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের তম্মযের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের

বচসা শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা হাতাহাতিতে গড়ায। যদিও উপস্থিত দর্শক ও আয়োজকদের হস্তক্ষেপে সেই সময়ের মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। অভিযোগ

অনুযায়ী, গান চলাকালীন নাচানচিকে কেন্দ্র করে তম্মযের সঙ্গে কয়েকজন যুবকের বচসা শুরু

হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তা হাতাহাতিতে গড়ায। যদিও উপস্থিত দর্শক ও আয়োজকদের হস্তক্ষেপে সেই সময়ের মতো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নেই শেষ হয়। পরিবারের দাবি,

অনুষ্ঠানের পরে মাঠ থেকে একা বেরোচ্ছিলেন তম্ময়। সেই সময়ে তাকে একা পেয়ে একটি গলিতে

নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। রাাত্তয় ফেলে তাকে পেটে লাথি, কিল, চা মারতে থাকে কয়েকজন মিলে। সেখান থেকে কোনও মতে বাড়ি পৌঁছন তম্ময়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : মন্দিরবাজার থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলছে ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রতিভার সন্ধান। আর তারের রজত জয়ন্তী বর্ষে সম্প্রতি কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে হয়ে গেল বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলন। এদিন মনিষিদের ছবি নিয়ে শোভাযাত্রা শিয়ালদহ বিগবাজার থেকে শুরু হয়ে মৌলালি যুব কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ ১১ টি রাষ্ট্রের সাহিত্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন,অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার,পুথীরাজ সেন অধ্যাপক ডক্টর শংকর প্রসাদ নন্দর,কবি শ্রীমন্ত মন্ডল,প্রতিভার সন্ধানের সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা সহ আরো অনেকে।এদিনের এই বিশ্ব সাহিত্য উৎসবে

আমেরিকা, ভুটান, জার্মানি, থাইল্যান্ড সহ একাধিক রাষ্ট্র থেকে সাহিত্যের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। এদিন এয্যাপারে প্রতিভার সন্ধানের সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা বলেন,বিশ্ব সাহিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাহিত্য প্রেমী কবি ও লেখকের এক বিরল মিলন ঘটানোর চেষ্টা করলাম। সাহিত্য কে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং না পাওয়ায় আন্দোলনকারীর পদত্যাগ

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পোস্টিং না পাওয়ায়, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন মাহাতা জ্ঞানান, রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসক পেশাকে খুন করার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার চিকিৎসক পেশাকে প্রতিহিংসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

আমি আর রাজ্য সরকারের অধীনে এস আর শিপ করতে চাই না। এই প্রতিবাদের অংশ হিসেবে, তিনি জনগণের কাছে সহায়তা চেয়ে বলেছেন, এখন আমার জন্য যে অর্ধের প্রয়োজন, সেটা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাধ্যা চাই। গত মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে তার পোস্টিং না পাওয়ায় তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যদিও রায়গঞ্জ পোস্টিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। এর পরেই গতকাল, তিনি পশ্চিমবঙ্গ জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট এর বোর্ড অফ ট্রাস্ট থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এছাড়া, অনেকেই ইস্তফা তার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার

রাতে তাঁর বনি শুরু হয়। প্রথমে তাঁকে পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে এই যুবককে প্রথমে কামারহাটির সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবং তার পরে আরাজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত যুবকের বাড়ি সোদপুরের ঘোলা অপূর্বনগর এলাকায়। এই ঘটনায় গভীর শোক ও ক্রোড়ে ফেটে পড়েছে পরিবার। তম্ময়ের মা গঙ্গা সরকার অভিযোগ করেন, আমার ছেলেকে মেষের পিছনের গলিতে নিয়ে গিয়ে রাত্তায় ফেলে মারধর করা হয়েছে। প্রায় ২০-২২ জন ওর পেটে লাথি মারে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খড়দা থানায় খুনের মামলা রুজু করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং একাধিক সূত্রের ভিত্তিতে অভিভূতদের চিহ্নিত করে। এরপরই চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বারাকপুরে এক ব্যবসায়ীর বহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর নিজের দোকানের একেবারে পাশ থেকে। কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল-তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি। খুন, নাকি অন্য কোনও কারণ, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম উজ্জ্বল ঘোষ। তিনি বারাকপুরের ওয়ারলেস ফোন একটি দোকান চালাতেন, যেখানে পুরনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। এলাকায় পরিচিত মুখ ছিলেন উজ্জ্বল। প্রতিদিনের মতোই

বাঁচাতে গেলে সাহিত্যকে ভালোবাসতে হবে। এদিন প্রতিভা সন্ধানে পত্রিকার রজত জয়ন্তী বর্ষের সংখ্যার উন্মোচন করেন পত্রিকার সভাপতি অধ্যাপক ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নন্দর। এদিন বহু সাহিত্যিককে বিশ্ব সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয়। সাহিত্যের পাশাপাশি আলোচনা সভা ও এদিন অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে অভিযোগ করেছেন যে, তাকে অপমানিত ও অযোগ্য করে তোলার জন্য প্রশাসন পরিকল্পিতভাবে তাকে শাস্তি দিচ্ছে। তিনি বলেন, মেডিক্যাল কলেজের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনা ঘটেছে। আমি চিকিৎসক হিসেবে জনগণের সেবা করতে চাই, কিন্তু রাজ্য সরকার আমাকে সুযোগ দিচ্ছে না। আমি চাই, যেন সকল চিকিৎসককে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও দমনপিাড়ন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। অনেকেই মাহাতো এখন আপিল কল্লভে, যাতে চিকিৎসকদের মধ্যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা প্রতিহিংসা না ঘটে এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থাকে।

সুস্থ হওয়ার বদলে বুকি আরও বাড়ছে। অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার একটি গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি হয়ে উঠেছে, যা শুধু মানুষের স্বাস্থ্যই নয়, বরং পরিবেশ এবং প্রাণিজগতকেও বিপদগ্রস্ত করছে। রাজ্য সরকারের ‘স্টেট অ্যান্টি বায়োটিক অ্যাকশন প্ল্যান’ চালুর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশ-এই তিনটি ক্ষেত্রেই অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সঠিক নিয়মাবলি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষত, মশার উপজব নিয়ন্ত্রণে গাল্পি মাছ চাষের মতো উজ্জবনী পদক্ষেপ এবং হাসপাতালগুলিতে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা হবে, যা নিশ্চিত করবে যে অ্যান্টিবায়োটিক শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময়ে এবং সঠিক ডোজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্যাপ ক্যামেরায় বন্দি এবার মেলানিস্টিক লেপার্ড প্রজাতির প্রাণী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবনঃ দীর্ঘ এক যুগ পর সুন্দরবনে সন্ধান পাওয়া গেল বিরল প্রজাতির প্রাণী মেলানিস্টিক লেপার্ডের। বাঘশুমারির জন্য সুন্দরবনে পাতা ট্যাপ ক্যামেরায় বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীর ছবি ধরা পড়ায় খুশি বিজ্ঞানীরা। জানা যায় , ২০২৪-২৫ সালের জাতীয় বাঘশুমারির কাজের সময়ে জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছিল ‘ইনফ্রারেড’ ও ‘ভিজিবল রেঞ্জ’ ক্যামেরা।আর বছর শেষে সেই ক্যামেরায় ধরা পড়েছে মেলানিস্টিক লেপার্ড ক্যাটের ছবি। জানা যায়, গত ২০১২ সালে ভারতীয় ভূখণ্ডের সুন্দরবনের বাদ্যবনে প্রথমবার মেলানিস্টিক লেপার্ড ক্যাটের ছবি ধরা পড়েছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচারের পক্ষ থেকে একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজ চালানোর সময়। যদিও ওই সময় মেলানিস্টিক লেপার্ডের কোনও প্রামাণ্য ছবি ছিল না। চলতি বছর বাঘশুমারির জন্য বসানো হয়েছিল ট্যাপ। আর সেই ক্যামেরায় বিপন্ন তালিকাতুড় ওই লেপার্ডের ছবি



আমরা বাঘশুমারির কাজ করতে গিয়ে প্রতিবারই বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব, জীব বৈচিত্র্য সম্পর্কে নতুন তথ্য পাই। তাদের বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাই। মেলানিস্টিক লেপার্ড ক্যাটের মতো লালকু প্রকৃতির নিশাচর প্রাণীর দেখা পাওয়া সতিই বিরলতম ঘটনা। এবার জঙ্গলে বসানো ট্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি সে দিক

থেকে একেবারেই বিরল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডিভিশনের বন বিভাগের রায়দিঘি রেঞ্জের ধূলিভাসানি, হেডোভাঙা এবং আজমলমারি এলাকা মিলিয়ে মোট ৬টি এলাকায় অস্তিত্ব মিলেছে এই মেলানিস্টিক লেপার্ড ক্যাটের। ক্যামেরায় ধরা পড়া ছবি দেখে অনুমান করা হচ্ছে সুন্দরবনের চিরচর ক্ষেত্রেও সংখ্যা নেহাতই কম নয়। আর এই বিরল প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান পাওয়ায় খুশি সুন্দরবনের মানুষ।

বারাকপুরের ওয়ারলেস মোড়ে বহস্যজনক মৃত্যু, তদন্তে মোহনপুর থানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : বারাকপুরে এক ব্যবসায়ীর বহস্যজনক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর নিজের দোকানের একেবারে পাশ থেকে। কীভাবে এই মৃত্যু ঘটল-তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যায়নি। খুন, নাকি অন্য কোনও কারণ, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম উজ্জ্বল ঘোষ। তিনি বারাকপুরের ওয়ারলেস ফোন একটি দোকান চালাতেন, যেখানে পুরনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করতেন। এলাকায় পরিচিত মুখ ছিলেন উজ্জ্বল। প্রতিদিনের মতোই

বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা দোকানের সামনে উজ্জ্বলের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় মোহনপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে পাঠিয়েছে ময়নাতত্ত্বের জন্য। এলাকার এক বাসিন্দা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, চা খেতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন পড়ে রয়েছে। পরে লোকজন জড়ো হয়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মৃত্যুর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে

পারে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহে ভেদানো আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না, বিধিক্রিয়া হয়েছে কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে তদন্তে মোহনপুর থানার সঙ্গ্রহ করে খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে আর্থিক বিষয়টিও। পুরনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকায়, কোনও আর্থিক লেনদেন বা বিবাদের সূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেউ তাঁর কাছে টাকা পেতেন বা তিনি কারও কাছে টাকা পেতেন কি না, সেই দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে।

দিলীপ-রিক্‌র দাম্পত্য জীবন নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আপত্তিকর পোস্ট, সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ দিলীপপত্নী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার সুবাদে বরাবরই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছেন বিজপ্লি নেতা দিলীপ ঘোষ। তবে এবার রাজনৈতিক আক্রমণের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিষয়টি পৌঁছাল তাঁর ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনে। মিডিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আপত্তিকর, মিথ্যা ও মানহানিকর পোস্ট করার অভিযোগ তুলে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দিলীপ ঘোষের স্ত্রী রিক্‌ মজুমদার। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দিলীপ ঘোষের বিয়ে ঘিরে এর আগেও নানা সময়ে কটাক্ষ ও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবে সেসবকে বরাবরই উপেক্ষা করেছেন এই বিজেপ্লি নেতা। নিজের জীবন নিজের শর্তে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ প্রকাশ্যে দিয়েছেন। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে আশাদামনে হানিমুনেও গিয়েছিলেন দিলীপ-রিক্‌। তা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে প্রচুর। এদের মাঝেই এবার সোশাল মিডিয়ায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের নিয়ে আপত্তিকর পোস্টের

অভিযোগ তুললেন খোদ দিলীপপত্নী রিক্‌। রিক্‌ মজুমদারের অভিযোগ অনুযায়ী, অনন্যা চট্টোপাধ্যায় ও ইঃ



দ্রনীল চক্রবর্তী নামের অ্যাকাউন্ট থেকে ক্রমাগত দিলীপের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে মিথ্যা এবং মানহানিকর মন্তব্য পোস্ট করা হচ্ছে। এবিষয়েই বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর রিক্‌ মজুমদার বলেন, অনবরত ইচ্ছাকৃত এসব চলছিল। আমি ঐর্ষ্যা ধরেছিলাম। কিন্তু খামছে না। আমার চরিত্র, স্বামী, পরিবার, সব কিছু নিয়েই কুরুচিকর মন্তব্য পোস্ট চলছে। অবশেষে সাইবার থানায় গিয়েছি।

ওদের কথা শাস্তি চাই। এপ্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, কারও সঙ্গে অন্যা্য হলে তিনি পুলিশের কাছে যাবেন

ছ’মাসেও এগোয়নি কাজ, কক্সালসার কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন-কবে ফিরবে পরিষেবা?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : প্ল্যাটফর্মের পিলারে ফাটল, পরিকাঠামোর গুরুতর ক্রটি-সব মিলিয়ে নিরাপত্তার প্রশ্নে গোটা স্টেশনটি ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা মেট্রো। যেখাণা করা হয়েছিল, মাত্র আট থেকে নয় মাসের মধ্যেই কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ নতুন রূপে ফিরে আসবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন। স্টেশন বন্ধ হওয়ার প্রায় ছ’মাস পার হলেও কাজের গতি কার্যত শূন্য। আজ কক্সালসার অবস্থায় পড়ে রয়েছে একসময়ের দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এই মেট্রো স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ধ্বংসস্তূপের মতো অবশ্য, কোথাও কোথাও গাঞ্জিয়ে উঠেছে আগাছা ও জঙ্গল। দূর থেকে দেখলে বোঝাই যায় না, এটি কখনও হাজার হাজার যাত্রীর দৈনন্দিন যাতায়াতের কেন্দ্র ছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয়, এখনও পর্যন্ত স্টেশনটি পুরোপুরি ভাঙার কাজই শুরু হয়নি। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বেশ কয়েকটি ছবি এই চিত্রকেই সামনে এনেছে।

ভাইরাল হওয়া সেই ছবিতে ধরা পড়েছে, অর্ধখোলা ছাউনি, পরিভ্রান্ত প্ল্যাটফর্ম এবং অব্যবহৃত কাঠামো। এই নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষও। কিন্তু যাত্রীদের মূল প্রশ্ন- কবে আবার রু লাইনে কবি সুভাষ পর্বন্ত মেট্রো চলবে? সেই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই। শুধু কবি সুভাষ নয়, রু লাইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ শহিদ স্কুদিরাম স্টেশনের ক্রসওভার তৈরির কাজও রুলে রয়েছে। সেই কাজ করে শেষ হবে, তা নিয়েও মুখ খুলতে নারাজ মেট্রোর শীর্ষ কর্তারা। ফলে দক্ষিণ প্রান্তে মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হতে আরও কতটা সময় লাগবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে। উল্লেখ্য, কলকাতা মেট্রোর রু লাইনের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ স্টেশন হিসেবে দীর্ঘদিন পরিচিত ছিল কবি সুভাষ। গতিয়া এবং তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে শহরের সংযোগ রক্ষায় এই স্টেশনটির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এখান থেকে মেট্রো ধরতেন। কিন্তু গত ২৮ জুলাই প্ল্যাটফর্মের পিলারে ফাটল ধরা পড়ায়,

নিরাপত্তার স্বার্থে ওই স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে যাত্রীদের দুর্ভাগ্য চরমে। নিকটবর্তী শহিদ স্কুদিরাম স্টেশন থেকে গন্তব্যে পৌঁছিতে যাত্রীদের অনেককেই দু’বার অটো বা অন্য যানবাহন বদলাতে হচ্ছে। এতে যেমন সময় বেশি লাগছে, তেমনই প্রতিদিনের যাতায়াত খরচও বেড়ে গিয়েছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে জানিয়েছিল, স্টেশন ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতে আট থেকে নয় মাস সময় লাগবে। সেই হিসেবে কাজ শেষ হওয়ার কথা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর। মেট্রোর অং দরের সূত্র বলছে, বর্তমান গতিতে আগামী তিন মাসের মধ্যেও স্টেশন নির্মাণ শেষ হওয়া কার্যত অসম্ভব। এক আধিকারিক জানান, স্টেশন ভাঙার কাজই এখনও হয়নি। কবে স্টেশন পুরো ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে মাস তিনেকের মধ্যে তা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪ সংখ্যা, শনিবার, ১৮ পৌষ ১৪৩২

নারী মুক্তি ও পুরানো প্রথাঃ সমাজের দ্বৈত মানদণ্ডের মুখোমুখি

সমাজে পুরুষের আধিপত্যের মূল ভিত্তি হল পুরোনো সাংস্কৃতিক ধারণা, যেখানে নারীরা সর্বদা পুরুষদের সহায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়। পুরুষতন্ত্রের প্রভাব এখনও সমাজের প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান, তবে আধুনিক যুগে নারীদের স্বাধীনতা, স্মার্টনেস এবং আত্মনির্ভরতার ধারণাগুলি পুরোনো ধারণাগুলোর বিরুদ্ধে এক নতুন অবস্থান গড়ে তুলছে। এর এক নিদর্শন দেখা যায় ভারতীয় মিডিয়া এবং রিয়্যালিটি শো-তে, যেখানে নারীদের প্রতি সমাজের দ্বৈত মনোভাব প্রতিকলিত হচ্ছে। এমনকি জনপ্রিয় টিভি শোতে সানিয়া মির্জার মতো ব্যক্তিত্বও পুরনো সামাজিক গণ্ডির মধ্যে আটকে পড়ছেন। মৃণাল সেনের সিনেমা থেকে শুরু করে আজকের রিয়্যালিটি শো-গুলি, সমস্ত জায়গায় দেখা যায় যে নারীদের চরিত্র ও তাদের ভূমিকা নিয়ে সমাজের মধ্যে দ্ব ংঘ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এটি কেবল পুরুষতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত একটি প্রথাগত চিত্র নয়, বরং সমাজের মধ্যেই এক অদৃশ্য যুদ্ধে নারীদের সম্মান ও পরিচয়ের প্রশ্ন। নারীদের প্রতি পুরানো ধারণা ও আধুনিক সমাজঃ একটি সময় ছিল যখন নারীর চরিত্রের মূল্যায়ন শুধুমাত্র তার সতীত্ব বা ‘সামাজিক শালীনতা’ র ওপর নির্ভর করত। মৃণাল সেনের সিনেমায় যে মেয়ে রাতে বাড়ি ফেরেনি, তার ফিরে আসার কারণ অজ্ঞানা থাকলেও সবার মতোই নানা সন্দেহ। ওই সন্দেহ মধ্যে নারীর সতীত্ব, অজ্ঞা, এবং তার সামাজিক অবস্থানই প্রধান হয়ে ওঠে। সমাজের চোখে, নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ছিল না, কারণ তার মানে হতো তাদের চরিত্রে দাগ পড়ছে। আজকের যুগে, যদিও নারীরা শিক্ষা, কর্ম, স্বাধীনতা অর্জন করছে, তবুও অনেক ক্ষেত্রে পুরানো বিশ্বাসের ছায়া তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সানিয়া মির্জা এবং কপিল শর্মা’র টিভি শোর’ দৃশ্যটি এর এক প্রতীক। যেখানে ‘ চরিত্রে কপিল শর্মা সানিয়ার (যিনি একজন পরিচিত টেনিস স্টার) চা প্রস্তাবিত সাথে সম্পর্কিত এক হাস্যপূর্ণ স্টিচুয়েশন তৈরি করেন। তবে, এই দৃশ্যে বাস্তবের পরিবেশ যে মধুর সম্পর্ক বা পারিবারিক বন্ধনকে প্রচার করা হচ্ছে, তা আসলে পুরোনো সমাজের প্রথাকে কপোলকল্পনা করে তুলে ধরছে।

পুরনো প্রথা এবং নতুন প্রজন্মের অবস্থান-এই ধরনের হাস্যকর বা কাল্পনিক দৃশ্যগুলিতে যেখানে শাসুড়ি-বউমা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে, এটি মহিলাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। শাসুড়ি ও বউমা দুই ভিন্ন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে একপক্ষে পুরোনো প্রথা, এবং অপরক্ষে নতুন প্রজন্মের আধুনিকতা ও স্বাধীনতার লড়াই। পুরোনো প্রথা তার চোখে, বউমার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে যদি সে অভাবিক স্মার্ট বা স্বাধীন হয়। অন্যদিকে, নতুন প্রজন্মের চোখে, এই বউমা যা করেছে, সেটাই সঠিক, কারণ সে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এটি বাস্তব জীবনে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখতে পাই যে নারীদের ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্কের উপর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাপ এতটা দৃঢ়। নারীরা যদি আত্মনির্ভরশীল হতে চান, যদি তারা সমাজের শ্রী ও শান্তি বজায় রাখতে না চান, তবে তারা সমাজের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হন। তাদের সক্ষমতা এবং শক্তির কথা বলা হলে, তারা কখনও ‘অতিরিক্ত স্মার্ট’ হিসেবে চিহ্নিত হন, আবার কখনও তাদের বিরুদ্ধে পরিবারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অভিযোগ আনা হয়। নারীর সম্মান একবিংশ শতকের পরিবর্তন- আজকের সময়ের কিছু খবরও এই পরিবর্তনের মুখাবল্ক করে। ক্যানিংয়ের একটি পরিবার সদ্যোজাত কন্যাকে মাতৃসদন থেকে নিয়ে আসার পর, পরিবারের আনন্ডে দর সংবাদটি সম্প্রচারিত হয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলি এখনো সমাজে এক বিশেষ ক্ষিষ্ণু হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে মাতৃত্ব ও নারীশক্তির প্রসঙ্গ অবলম্বন সমাজের বড় অংশের মনোভাব ইতিবাচক না হয়ে আবারও প্রত্নব্রহ্ম হয়ে ওঠে। পুরানো সমাজের প্রথায় নারীর সম্মান সংক্রান্ত যে ধারণাগুলি বিদ্যমান, তা এখনও সমানভাবে চলমান। আসলে, এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে আসে যে, আমরা নারীদের সম্মান এবং পরিচয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে কীভাবে প্রস্তুত? পুরোনো প্রথাগুলি কি এখনো মেয়েদের প্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

যেখানে নারীর চরিত্রের পেছনে রহস্য এবং সন্দেহই ঘিরে ছিল, আজকের যুগেও সেই ধারণা অনেকটা অবশিষ্ট। শাসুি-বউমার সম্পর্কের মাধ্যমে পুরোনো প্রথার আধিপত্য সমাজে এখনও দৃশ্যমান। যদিও নারীরা একাধিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন, তবুও তাদের সম্মান ও পরিচয় নিয়ে সমাজের বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়নি। নারীর স্বাধীনতা, তাদের স্মার্টনেস এবং তাদের আধুনিক ভূমিকাকে যদি সমাজ নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে একদিন পুরোনো সংস্কার এবং প্রথাগুলি ধ্বংস হবে। এই সমস্ত চিন্তা এবং বিতর্কের মধ্যে, সত্যিকার অর্থে নারীর সম্মান এবং পরিচয়ের বিষয়টি এক বিশাল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়, যা এখনও সমাজের সকল স্তরে দু’ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

শ্রীশ্রী মা সারদা



দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের সাধনজীবনের সময়ে মা সারদা দেবী ছিলেন নীরব সহযাত্রী-কোনো অভিযোগ নয়, কোনো দাবি নয়, কেবল সেবা ও সহনশীলতা। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর মা সারদা দেবীর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। তখন তিনি হয়ে ওঠেন অসংখ্য শিষ্য ও গৃহীর আশ্রয়স্থল। স্বামী বিবেকানন্দ-সহ রামকৃষ্ণ আগে দালনের সামসীরা তাকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি কাউকে ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে আলাদা করেন না। তাঁর কাছে সবাই ছিল সন্তানস্বরূপ। মা সারদা দেবীর শিক্ষা ছিল অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর। তিনি বলতেন, যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না নিজের দোষ দেখো। এই একটি বাক্যই তাঁর দর্শনের সার নিহিত। তিনি জোর দিয়েন পবিত্রতা, সংঘম ও আত্মশুদ্ধির ওপর। ব্যতিক্রি আশ্বাষ বা কঠোর সাধনার চেয়ে অন্তরের সরলতা ও মানবপ্রেমকেই তিনি বা বলে মনে করতেন। নারীর মর্যাদা ও শক্তির প্রশ্নে মা সারদা দেবী ছিলেন সারথের থেকে অনেক এগিয়ে। তিনি নিজ জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, নারী শুধু সহধর্মিণী নয়-তিনি পথপ্রদর্শক, আশ্রয়দাত্রী ও শক্তির উস। তাঁর জীবনের আদর্শ আজও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রেরণার।১৯২০ সালের ২০ জুলাই তাঁর মহাপ্রয়াণ হলেও মা সারদা দেবী আজও বেঁচে আছেন মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আদর্শে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

কর্ম সম্পর্কে ঠাকুরের বাণী বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি অলসতা ও নিক্রিয়তাকে জীবনের শত্রু বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, কাজই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। যে কাজ মানুষকে ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই কাজই ধর্মসম্মত। তিনি কর্মকে উপাসনার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং শেখাতেন, দায়িত্ব পালনের বাধ্য দিগেই ঈশ্বরসাধনা সম্ভব। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপরও ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা মানুষকে আত্মসংযমী, দায়িত্ববান ও সমাজমুখী করে তোলে। কেবল পৃথিগত বিদ্যা নয়, চরিত্রবান মানুষ গড়াই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সব ক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঠাকুরের বাণীতে সমাজতাবনাও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বার্থপরতা ও বিভেদ সমাজকে দুর্বল করে, আর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা সমাজকে শক্তিশালী করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা রক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

কৌশিক দাসঃ পড়াশোনায় মেধাবী ছিলেন। উজ্জ্বল অ্যাকাডেমিক জীবন কাটান। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন। শিবপুর কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বড় বড় পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান তাঁকে শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিনয় সব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বিনয় মজুমদার। কবি বিনয় মজুমদার। তিনি শুধু কবি হতে চেয়েছিলেন। এবং কবিতার ভুবনে অমর এই মানুষটি লেখেন ‘ফিরে এসো চাকা’ ও ‘অস্ত্রাঘের অনুভূতিমালা’। দু’টি কাব্য প্রকৃতি এবং বৈচিত্র্যগতভাবে আলাদা। দুই কবিতাপ্রহুই বাংলা সাহিত্যের দৃশ্যপটে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত করেছে। কীভাবে তা হল? অগ্ন্যার প্রেস্টেট ট্রুথস আর অলসো দ্য সিম্পলেস্ট। আমাদের সবচেয়ে বড় সত্যগুলো সবচেয়ে সহজও।একজন কবি মানুষ। বড়ো বুদ্ধ। চোখের ক্ষমতা কম। এমনকী কাগজের নৌকা নির্মাণের পদ্ধতিও ভুলে গেছেন। কবিতার মিল খোঁজেন। এভাবেই ‘মস্থর প্রহর’ অতিবাহিত। সন্ধ্যায় ‘শীতের পুরোভাগে মৃত্তিকাসংলগ্ন মেঘ এখনো কৃষাণ্যাবলি ব’লে অভিহিত হয়- এই কুৎসাভীত বহু ভালোবাসা। তিনি, বিনয় মজুমদার (Binoy Majumdar)। জীবনের বড়ো অংশ মানসিক রোগে ভুগছেন কবি। একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। আটবারের বেশি তাঁকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একত্রিশ বার বৈদ্যুতিক শক দিয়ে চিকিৎসা হয়েছে তাঁরা। আর স্বয়ং কবি? তিনি নিজেও এই ঘটনা নিয়ে অঝা কণ্ঠস্বর জেগে। নাকি প্রায় বলতেন- ‘আমি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাগলাগাধাদের ইন্সপেক্টর-জেনারেল’। এভাবেই কেটেছে কবির পুরো জীবন। যাপনে করণে তিনি ভগ্নমনস্ক। কখনো একাকী। ভালোবাসাহীন। অসগতা। মানসিক সংঘমহীন। দারিদ্র্যে বিচলিত। ক্ষুধায় যাপিত বৃক্ষদের মতো। ত্রিয়মান। এভাবেই তাঁর সুবিধ পথ হাটা। সে পথে কাটা। ‘রক্তাক্ত দু-পায় তেমোর য়ায়ের এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত। তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর?’

এক সাংবাদিক একবার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি গায়ত্রীকে ভালোবাসতেন? বিনয়ের উত্তর ছিল, ‘না আমরা মাত্র কয়েকবার দেখা করেছি। সে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। তারপর সে চলে গেছে। আমি নিশ্চিত নই যেখাথায়, তবে আমেরিকায় হতে পারে’। -তাহলে তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখলেন কেন? -আজ্ঞা, কাউকে নিয়ে তো লিখতেই হবে, তাই না? গাছ, ফুল, মাছ নিয়ে আর কতদিন লিখতে পারা যায়! কেন তিনি অস্ত্রাণকে বেছে নিয়েছিলেন? হয়তো জীব তার নিজস্ব সত্তা এই সময় বজায় রাখতে চায় বলে। হয়তো এই সত্তার মাধ্যমেই সৃষ্টি রিপ্রডাকশন। এই কাব্য আসলে অমরত্বের গর্জনা। অবদমনের শীকার। একাকিত্বের সারাসার। কাব্যপ্রস্তুতি রচনার প্রেক্ষাপট নিয়ে কবি বলেছেন, ‘এই বিশ্ব সংসারে আমার একাকিত্বের কথা কবিতা ছ’টির উপজীব্য। বিশ্লেষকরা বলেন, এই অবদমনের জন্মদাতা নারীসম্বর্জিত একাকীত্ব। হয়তো এই কারণেই কবির উচ্চারণ, ‘মনে হয়, সবচেয়ে বেশি চিন্তাশীল এক অবয়ব ব’লে খুব বেশি পরিমাণে চিন্তা ক’রে দেব ব’লে সমগ্র চিন্তার প্রায় সবই একা-একা মৌনাক্ষই করে দেয়, ক’রে দিয়ে থাকে- সকল চিন্তাই তার একক একাধিপত্যে অবাক করেছে। যে-কোনো কাহিনী তাই শুধুমাত্র যৌনাদ্ধের আত্মকাহিনীই, যেকোনো চিন্তাই তাই এই চিন্তাকারীটির একক স্বয়ং কবি? তিনি নিজেও এই ঘটনা নিয়ে অঝা কণ্ঠস্বর জেগে। নাকি প্রায় বলতেন- ‘আমি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাগলাগাধাদের ইন্সপেক্টর-জেনারেল’। এভাবেই কেটেছে কবির পুরো জীবন। যাপনে করণে তিনি ভগ্নমনস্ক। কখনো একাকী। ভালোবাসাহীন। অসগতা। মানসিক সংঘমহীন। দারিদ্র্যে বিচলিত। ক্ষুধায় যাপিত বৃক্ষদের মতো। ত্রিয়মান। এভাবেই তাঁর সুবিধ পথ হাটা। সে পথে কাটা। ‘রক্তাক্ত দু-পায় তেমোর য়ায়ের এসে অনিশ্চিত, নির্বাক, চিন্তিত। তুমি কি আমাকে বক্ষে স্থান দিতে সক্ষম, মুকুর?’

লাগে না তাদের। সব কুকুরের মতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী কুকুর এবং সব মহিষের মতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী মহিষ এবং সমস্ত পশুর মতে মানুষের পাশ। ‘এভাবেই ‘অরূপকথাগামী’ হয়েছেন বিনয় মজুমদার। এই পথের আধারে ধীরে ধীরে ভুলেছেন শহর। কলকাতা। কফি হাউস। সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে নদী, মেঠো

পথ, ডোবা, পুকুর, শ্মশানের পাশের বেজুর গাছ, গোলাদিঘর রাজহাঁস, নিশাভিসারী কোকিল, জ্যোতিষ্য জৈলাকি, কুমরে পোকা, মৌমাছি, ফল পেকে এলে প্রথম বোঝা পাখিরা। ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই যেন সমতার নির্খুঁত অঙ্ক। এরই সমীকরণ মিলিয়েছেন বিনয়। কেউ কি জানেন সবচেয়ে খারাপ ধরনের দুঃখ কেন সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না? কবি রেইন কুপার লিখছেন, ‘আমার বন অন্ধকার। গাছগুলি উদাসী, সকল প্রজাপতির ডানা ভাঙা।’ বিনয় লিখছেন, ‘হয়তো আলোর ভয়ে হয়তো বা লাজে পৃথিবীর কাছ থেকে, নিজের দু’চোখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেশমের প্রজাপতি কতোকাল একা একা এখনো রয়েছে প’ড়ে রেশমের মাঝে।’ এসব কবি দেখেন। ভাবেন, একদিন সে এই বেশ ছিড়ে ফেলবে। উদ্দাম খেলবে আলোর দেশে। প্রতিদিন সে লাফ ফুল নীল ফুলদের মাঝে পালা মেলবে। হাওয়ার দেলায় নাচবে। কিন্তু বহুদিন সে তার বাসা ছাড়ে না। নিজে নিজে চমকিতও হয় না। ‘ থেকে থেকে প্রজাপতি অশেষে মরে যায়নি তো!’ রূপকথার উত্থান অরূপকথায়। সেখানে তাঁর প্রিয়,

পথ, ডোবা, পুকুর, শ্মশানের পাশের বেজুর গাছ, গোলাদিঘর রাজহাঁস, নিশাভিসারী কোকিল, জ্যোতিষ্য জৈলাকি, কুমরে পোকা, মৌমাছি, ফল পেকে এলে প্রথম বোঝা পাখিরা। ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই যেন সমতার নির্খুঁত অঙ্ক। এরই সমীকরণ মিলিয়েছেন বিনয়। কেউ কি জানেন সবচেয়ে খারাপ ধরনের দুঃখ কেন সব সময় ব্যাখ্যা করা যায় না? কবি রেইন কুপার লিখছেন, ‘আমার বন অন্ধকার। গাছগুলি উদাসী, সকল প্রজাপতির ডানা ভাঙা।’ বিনয় লিখছেন, ‘হয়তো আলোর ভয়ে হয়তো বা লাজে পৃথিবীর কাছ থেকে, নিজের দু’চোখ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেশমের প্রজাপতি কতোকাল একা একা এখনো রয়েছে প’ড়ে রেশমের মাঝে।’ এসব কবি দেখেন। ভাবেন, একদিন সে এই বেশ ছিড়ে ফেলবে। উদ্দাম খেলবে আলোর দেশে। প্রতিদিন সে লাফ ফুল নীল ফুলদের মাঝে পালা মেলবে। হাওয়ার দেলায় নাচবে। কিন্তু বহুদিন সে তার বাসা ছাড়ে না। নিজে নিজে চমকিতও হয় না। ‘ থেকে থেকে প্রজাপতি অশেষে মরে যায়নি তো!’ রূপকথার উত্থান অরূপকথায়। সেখানে তাঁর প্রিয়,

ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রঃ ২০২৫ সংস্কারকে বাস্তবায়িত করেছে

জ্বালানি ক্ষেত্রে সংস্কার ক্ষণিকের বিষয় নয়। তা ঘটে থাকে ধীরে ধীরে, পুনর্মার্জিত আইনাবলীর মধ্যে দিয়ে, আইনটি দেশের বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশী লাপ্তিকারীদের থেকে ১০০ থেকে ১৫০ বিলিয়ন ডলার নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। ২০৪৭ -এ ১২ থেকে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে পরমানু শক্তি উপাদান। জীবাশ্ম জ্বালানি ওপর নির্ভরশীলতা কমায কার্বন নিঃ সরণও কমবে অনেকটাই। পরিবেশ বান্ধব শক্তি জ্বালানি ক্ষেত্রে দেশের সামনে নতুন বিকল্পের সন্ধান দেয়। সৌর ও বায়ু শক্তির উপাদান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিঃর্ভরযোগ্য এবং পদার্থগত জ্বালানির দিকেও নজর দেওয়া উচিত। পরমানু শক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ক্রিটিক্যাল মিনারেলস বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজঃ সংবেদনশীল বিষয়টি এখন নিয়ে ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রে তেমন কোনও কাজই হয়নি। লিথিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল কিংবা রোয়ার আর্থ কেনা হত ঠিকই কিন্তু তাইনি কাঠামো রূপান্তরের পথে অন্তরায় হয়ে ছিল। ওই চূড়ির সুবাদে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে বলে প্রথমে ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত আটকে

থেকেছিল একই জায়গায়। ১৭ বছর পরে ২০২৫ -এ ওই স্ববির চিত্র পাশ্টে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রোশান বা, ভারতকে ৪ টিলিভন ডলারের অর্থনীতি করে তোলার জন্য প্রণালী গত পরিমার্জনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তফাট এখানেই। পরমানু শক্তিঃ দীর্ঘ স্ববিরতার অবসানঃ পরমানু শক্তি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সংস্কার হয়েছে ২০২৫-এ। শান্তি (এসএইচ এএনটি) বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরমানু শক্তি ক্ষেত্রকে আটকে রাখা কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। শান্তি বিলের মাধ্যমে সংস্কারের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র পরমানু শক্তি ক্ষেত্রকে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের জন্য খুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সামগ্রিকভাবে অধিকতর নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত কর্মকাণ্ডেরও সহায়ক। ফ্রান্স কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে পরমানু শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর সরকারি নজরদারি রয়েছে। ভারতও সেই পথেই হাটতে চায়। নামামাত্র

নজরদারি নয়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত মানদণ্ড আরও কঠোর করে এই ক্ষেত্রের প্রসারে উদ্যোগী সরকার। এই আইনটি দেশের বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশী লাপ্তিকারীদের থেকে ১০০ থেকে ১৫০ বিলিয়ন ডলার নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে। ২০৪৭ -এ ১২ থেকে ১৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে পরমানু শক্তি উপাদান। জীবাশ্ম জ্বালানি ওপর নির্ভরশীলতা কমায কার্বন নিঃ সরণও কমবে অনেকটাই। পরিবেশ বান্ধব শক্তি জ্বালানি ক্ষেত্রে দেশের সামনে নতুন বিকল্পের সন্ধান দেয়। সৌর ও বায়ু শক্তির উপাদান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিঃর্ভরযোগ্য এবং পদার্থগত জ্বালানির দিকেও নজর দেওয়া উচিত। পরমানু শক্তি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। ক্রিটিক্যাল মিনারেলস বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজঃ সংবেদনশীল বিষয়টি এখন নিয়ে ভারতের জ্বালানি ক্ষেত্রে তেমন কোনও কাজই হয়নি। লিথিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল কিংবা রোয়ার আর্থ কেনা হত ঠিকই কিন্তু তাইনি কাঠামো রূপান্তরের পথে অন্তরায় হয়ে ছিল। ওই চূড়ির সুবাদে আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে বলে প্রথমে ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত ভারত আটকে

থেকেছিল একই জায়গায়। ১৭ বছর পরে ২০২৫ -এ ওই স্ববির চিত্র পাশ্টে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রোশান বা, ভারতকে ৪ টিলিভন ডলারের অর্থনীতি করে তোলার জন্য প্রণালী গত পরিমার্জনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তফাট এখানেই। পরমানু শক্তিঃ দীর্ঘ স্ববিরতার অবসানঃ পরমানু শক্তি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সংস্কার হয়েছে ২০২৫-এ। শান্তি (এসএইচ এএনটি) বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ৬ দশকেরও বেশি সময় ধরে পরমানু শক্তি ক্ষেত্রকে আটকে রাখা কাঠামো ভেঙে ফেলেছে। শান্তি বিলের মাধ্যমে সংস্কারের এই উদ্যোগ শুধুমাত্র পরমানু শক্তি ক্ষেত্রকে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণের জন্য খুলে দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সামগ্রিকভাবে অধিকতর নিরাপদ এবং আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত কর্মকাণ্ডেরও সহায়ক। ফ্রান্স কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে পরমানু শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর সরকারি নজরদারি রয়েছে। ভারতও সেই পথেই হাটতে চায়। নামামাত্র

মুর্শিদাবাদের ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত হাজারদুয়ারী প্রাসাদ আজ শহরের প্রধান আকর্ষণ। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে ভিড় করেন-নবাব আমলের ইতিহাসকে চোখের সামনে অথবা আশায়। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেও বহু দর্শনাধী এক গভীর প্রশ্ন নিয়ে ফিরে যান- নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোথায়? তাঁর প্রাসাদই বা কোথায়? অনেকে আজও মনে করেন, হাজারদুয়ারী বুঝি নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ। অথচ বাস্তব সত্য হলো-নবাব সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর প্রায় আশি বছর পর, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে হাজারদুয়ারী প্রাসাদ নির্মিত হয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে- নবাব সিরাজউদ্দৌলার আসল প্রাসাদ কোথায় গেল? প্রায় সাত বছর আগের কথা। ইতিহাসের পাতায় ডুবে থাকতে থাকতে একদিন আবিষ্কার করলাম- হাজারদুয়ারী থেকে খুব দূরে নয়, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একসময় দাঁড়িয়ে ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার নির্মিত মনসুরগঞ্জ প্যালেস, যা ইতিহাসে বেশি পরিচিত হীরাবিল প্রাসাদ নামে। কালের নিয়মে সেই প্রাসাদ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন ছিল- কতটা ধ্বংস? আদৌ কি কিছু অবশিষ্ট আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই একদিন বেরিয়ে পড়লাম নবাব সিরাজউদ্দৌলার হারিয়ে যাওয়া প্রাসাদের সন্ধানে। ইতিহাসের বই, পুরনো মানচিত্র আর স্থানীয় মানুষের স্মৃতির সহায়তায় একদিন পৌঁছে গেলাম হীরাবিল প্রাসাদের সঠিক অবস্থানে। সেদিনের অভিজ্ঞতা ছিল শিটরে ওঠার মতো। চোখের সামনে একটা প্রাসাদ নেই-কিন্তু বাঁশবাগান, জঙ্গল আর মাঠের নিচে চাপা পড়ে আছে একদিনের বাংলার নবাবের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। হীরাবিল প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল সেই সময়, যখন সিরাজউদ্দৌলা তখনও নবাব নন-তিনি যুরাজ। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে, জফরানগঞ্জের উল্টো দিকে এই প্রাসাদের অবস্থান ছিল। সৌন্দর্যপ্রিয়তায় মুগ্ধল সম্রাট শাহজাহানের মতোই সিরাজউদ্দৌলার রুচি ছিল অসাধারণ-এমনটাই মনে করেন ঐতিহাসিকরা। সেই সৌন্দর্যপ্রেম

মৃতদেহের সঙ্গে সেই অন্তর্কেই গুণ করছেন বিনয়। শুরু খুঁজে পাচ্ছেন মৃতের পদতল থেকে চোখে ভেসে উঠল শ্মশানে শোয়ানো কোনো মৃতদেহ। চিতায় উঠতে খানিক দেরি আছে তখনও। বাদবাকি আচার পালিত হচ্ছে। প্রদক্ষিণ, পিণ্ড ছোঁয়ানো, মুখাণ্ণি ইত্যাদি ইত্যাদি। নির্বিকার মৃতদেহ শুয়ে আছে নিজের মতো। সবাই এসে একে একে প্রণাম করে যাচ্ছে পা ছুঁয়ে। অথচ জানতে পারছে না, সেই দক্ষিণমুখী পা থেকেই অনন্তের শুরু। উবে যেতে শুরু করে পায়ের প্রত্যেক রেখা। জাগতিক গাণ্ডি পেরিয়ে মহাবিশ্বে তরঙ্গ হয়ে ভেসে বেড়ায় সেইসব রেখা। আমরা রাতারাে কিছু ধরতে পারি। বেশিরভাগই পারি না। রুটের নিচি, জটিলতার কোনো সংখ্যা হয়েই থেকে যাই আজীবন। ‘চিহ্ন হয়ে শোয়ানো মৃতদেহ’। হয়ে, করে নয়। মনে মনে নিজের ইচ্ছাতেই শুয়েছেন চিহ্ন হয়ে। চোখ বন্ধ, ওপরের দিকে মুখ থেকে পা-সর্বত্রই অনন্ত খুঁজে যাচ্ছেন সেই মৃত। তাঁর দেহের সঙ্গে গুণ করা হচ্ছে রুট মাইনাস ওয়ান। প্রাণ ফিরে এল কি? সঙ্গে সঙ্গে এতদিনকার তুচ্ছ অস্তিত্ব ছিড়ে ‘মহাপ্রহু’ হয়ে উঠল তাঁর জীবন? সেই প্রহুই নথিভুক্ত করে রাখতে বলছেন বিনয়? কেনন নথিভুক্তি? নিজের পাণ্ডুলিপি বিলেতের একটি ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলেন তিনি সংরক্ষণের জন্য। অথচ মৃত মানুষ যখন মহাপ্রহু হয়ে ওঠেন, পৃথিবীর কোনো লাইব্রেরি ধরতে পারে না তাঁকে। জায়গা খুঁজতে হয় গ্রহে, নক্ষত্রে। তারই নিদান দিচ্ছেন বিনয়। ধরিত্রী / পৃথিবী/ অশ্বিনী/ মঘা। এই-এই ঠিকানাই হতে পারে মৃত্যু-পরবর্তী বিচরণক্ষেত্র। ইরাজিতে লেখা ‘রেকর্ড’ শব্দটি, বড়ো হাতের অক্ষরে, দেখে মনে পড়ছে আরেক রেকর্ডের কথা। একদিকে শ্মশানে শোয়ানো মৃতদেহ, অন্যদিকে লাগোয়া সরকারি অফিসে দৌড়বাঁপ করছেন আত্মীয়স্বজন। কেন? ‘মৃত হিসেবে রেকর্ড করতে। যে মানুষটি এতদিন জীবিত ছিলেন, আজ যে তিনি মৃত- সরকারি সিলমোহর ছাড়া যেন

সেই মৃত্যুও সত্য হয়ে ওঠে না। সরকারি কাজপত্রই তাহলে কি সেই মহাপ্রহু? যার পিছনে ছুটতে ছুটতে কেটে যায় অনন্ত সময়? ‘মৃত্যুর রেকর্ড রাখুন’- শ্মশানে, পৌরসভায়, ব্যাঙ্কে, না জানি আরও কোথায়-কোথায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ঠিকানাগুলিই তো ধরিত্রী, পৃথিবী, অশ্বিনী, মঘা। ‘ শব্দটি হতে পারত গ্রামাকোনের কালো চাকতিও। জীবনের সুর জমিয়ে রেখেছে নিজের তেতর। মৃত্যুর পর, ঘুরে-ঘুরে বাজতে থাকে গ্রহে-নক্ষত্রে। দৈবী অনুরণন? সমগ্র মৃত্যুদর্শনটির সঙ্গে নিজেকে একটি রেখা দিয়ে আলাদা করেছেন বিনয়। যেন বলতে চাইছেন, এ-কথা আমার না হয়েও আমারই। এরকমি আমিও রুট মাইনাস ওয়ান হব, ছড়িয়ে পড়ব সর্বত্র। আপাতত এই বিভেদরেখাটুকু থাকা কিবা, কে জানে, হয়তো ওই দুর্বল রেখা দিয়েই মৃত্যুকে টোকাতে চাইছেন তিনি। বাঁচতে চাইছেন। চিরন্তন কাব্য হয়ে আসার অপেক্ষা ফুরোয়নি তাহলে? মাথায়, ছাপা অক্ষরে, ‘গঙ্গা’ সাধারণত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রে দেখা যায়। বিনয়ের এই ভাবনাসূত্রের উৎসও তেমনই এক নিমন্ত্রণপত্র। সেটা ২০০৪ সাল। বিনয়ের মৃত্যুর বছর দুয়েক দেরি তখনও। শিমুলপুরের জটৈন সুল্লদের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন বিনয়। সেই নিমন্ত্রণপত্রের খামের ওপরেই লেখা ভাবনাসূত্রগুলি। বিনয়ের মৃত্যুর পর, ২০০৭ সালে, ‘উদ্ভেদ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই খামের ছবি। আমারও নাগাল পাওয়া সেখান থেকেই। একটি নিমন্ত্রণপত্রের খামকে নিজের ভাবনা দিয়ে অক্ষয় করে গিয়েছেন বিনয়। গঙ্গা-র নিচে যে শোয়ানো মৃতদেহ, দাহের পর মিশে গিয়েছিল গঙ্গাতেই। নাকি অন্য কোনো নদী- ইছামতী? তা আমরা জানি না। শুধু আন্দাজ করতে পারি, চুপটি করে বসে থাকা মাইনাস ওয়ান আসলে আমাদেরই ব্যর্থ জীবন। মাথার ওপর আশ্রয় জুটলে, স্নেহ ও ভালোবাসার রুটচিহ্ন এসে ছায়া দিলে, ভরেই অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায়। মৃত্যুর আগে হোক বা পরে-মহাপ্রহু হতে আর বাধা নেই তখন।

হাজারদুয়ারীর আড়ালে হারিয়ে যাওয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ



থেকেই গড়ে ওঠে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের সঙ্গে একটি বিশাল কৃত্রিম ঝিল তৈরি করা হয়-যার নাম ছিল হীরাঝিল। সম্ভবত এই ঝিলের নাম অনুসারেই প্রাসাদের নামকরণ। ঝিলের দু’পাশ পাথর দিয়ে বাধানো ছিল। সৌদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কলার বিভিন্ন ধরনের পাথর ব্যবহার করে নির্মিত হয়েছিল এই প্রাসাদ। ইতিহাসে বেশি পরিচিত হীরাবিল প্রাসাদ নামে। কালের নিয়মে সেই প্রাসাদ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু প্রশ্ন ছিল- কতটা ধ্বংস? আদৌ কি কিছু অবশিষ্ট আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই একদিন বেরিয়ে পড়লাম নবাব সিরাজউদ্দৌলার হারিয়ে যাওয়া প্রাসাদের সন্ধানে। ইতিহাসের বই, পুরনো মানচিত্র আর স্থানীয় মানুষের স্মৃতির সহায়তায় একদিন পৌঁছে গেলাম হীরাবিল প্রাসাদের সঠিক অবস্থানে। সেদিনের অভিজ্ঞতা ছিল শিটরে ওঠার মতো। চোখের সামনে একটা প্রাসাদ নেই-কিন্তু বাঁশবাগান, জঙ্গল আর মাঠের নিচে চাপা পড়ে আছে একদিনের বাংলার নবাবের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। হীরাবিল প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল সেই সময়, যখন সিরাজউদ্দৌলা তখনও নবাব নন-তিনি যুরাজ। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে, জফরানগঞ্জের উল্টো দিকে এই প্রাসাদের অবস্থান ছিল। সৌন্দর্যপ্রিয়তায় মুগ্ধল সম্রাট শাহজাহানের মতোই সিরাজউদ্দৌলার রুচি ছিল অসাধারণ-এমনটাই মনে করেন ঐতিহাসিকরা। সেই সৌন্দর্যপ্রেম

স্থানীয় মানুষদের সহায়তায় আন্দোলন রূপ নেয় গণআন্দোলনে। তৈরী হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি সুরক্ষা ট্রাস্ট। ধীরে ধীরে হীরাবিল প্রাসাদ ধ্বংসক্ষে আসে। আজও হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদ দেখতে। পালাশীর যুদ্ধের শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। উপস্থিত থাকেন সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, এমনকি মীরজাফরের বর্তমান বংশধর ‘ছেট নবাব’-ও। আজ এই আন্দোলন আর কেবল ইতিহাসপ্রেমীদের নয়-এটি সাধারণ মানুষের আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাংলাদেশের খুলনায় বসবাসকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার বংশধরদের নবাব মোগলদের সংরক্ষণের জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থে মামলা শুরু হয়। আমরা আশাবাদী, একদিন সরকারি নিচয়ই বাংলার নবাবি ইতিহাসের এই অমূল্য স্থান্যার সংরক্ষণে এগিয়ে আসবেন। ভাগীরথীর তীর শুনে অজায়েই জীবন তাকে আজকের লুফুরিসা বলে সন্ধানের কবি। এরপর সেই পরিত্যক্ত প্রাসাদকে মানুষের সামনে তুলে আনার ভাবনা থেকেই শুরু হয় আন্দোলন। সেই ‘আজকের লুফুরিসা’ নিজের সমস্ত শক্তি উজাড় করে বাঁপিয়ে পড়েন হীরাবিল উদ্ধারের কাজে। খুঁজে বের করা হয় বর্তমান মালিকদের,

গহস্থালী

রসুন-পিঁয়াজের দুর্গন্ধ দূর করতে কার্যকরী ৬ ঘরোয়া উপায়

রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ রসুন এবং পিঁয়াজ, যা খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু এর ব্যবহারের পর হাতে যে তীব্র দুর্গন্ধ থাকে, তা অনেকের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাবান দিয়ে হাত ধুলেও গন্ধ দূর হয় না। এতে সহকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের কাছে সমস্যায় পড়তে হয়। তবে চিন্তার কিছু নেই! এই সমস্যার সমাধান রয়েছে ঘরোয়া কৌশলে, যা সহজেই আপনি অনুসরণ করতে পারেন। চলুন, জেনে নিই কিছু কার্যকরী উপায়।

১. লেবু ব্যবহার করুনঃ লেবুর মধ্যে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড গন্ধ দূর করার জন্য খুবই কার্যকরী। পিঁয়াজ বা রসুনের গন্ধ হাত থেকে দূর করতে লেবুর রস ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ লেবু কেটে রস বের করে নিন।

রসটি হাতে ভালো করে মাখুন এবং এক মিনিটের জন্য রেখে দিন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন।

এতে শুধু গন্ধ দূর হবে না, আপনার ত্বকও উজ্জ্বল হবে।

২. বেকিং সোডা স্ফ্রাব-বেকিং সোডা একটি প্রাকৃতিক স্ফ্রাব যা হাতে জমে থাকা গন্ধ এবং শুষ্ক ত্বককে দূর করতে সহায়তা করে।

কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ অল্প জল



দিয়ে বেকিং সোডা মিশ্রণ তৈরি করুন। এটি হাতে মেখে ৩০ সেকেন্ড ধরে ঘষুন। এরপর ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।এতে হাতের গন্ধ দূর হবে এবং ত্বকও মসৃণ হবে।

৩. স্টেনলেস স্টিল ব্যবহারঃ

স্টেনলেস স্টিলও রসুন ও পিঁয়াজের গন্ধ দূর করার এক অদ্ভুত উপায়। এটি সালফার মলিকিউলস থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে।কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ একটি স্টিলের পাত্র বা চামচ নিয়ে সিল্কে

আপনার হাতে কিছু কফি নিয়ে তা ভালো করে ঘষে মাখুন। কীভাবে ব্যবহার করবেনঃ রান্নার পর হাতে কফি গুঁড়ো নিন। দুটি হাত ভালো করে ঘষে মাখুন। মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে গন্ধ দূর হয়ে যাবে।

৫. অ্যালকোহল-বেসড স্যানিটাইজার-অ্যালকোহল-ভিত্তিক স্যানিটাইজারও গন্ধ দূর করতে সহায়ক। রান্নার পর হাত ধোয়ার পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন। কীভাবে ব্যবহার করবেন- রান্না করার পর স্যানিটাইজার হাতে ভালো করে লাগিয়ে নিন। হাত শুকিয়ে গেলে গন্ধ চলে যাবে।

৬. গ্লাভস ব্যবহার করুন-রসুন-পিঁয়াজ কাটার আগে যদি আপনি গ্লাভস ব্যবহার করেন, তবে হাত থেকে গন্ধ দূর করার জন্য কোনো পরিশ্রম করতে হবে না। এটি অত্যন্ত সহজ এবং কার্যকর উপায়।

পিঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে উপরের ঘরোয়া টোটকাগুলি কাজে লাগাতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনি শুধু গন্ধ দূর করবেন না, আপনার হাতে থাকবে নরম ও উজ্জ্বল ত্বকও।

ফ্ল্যাটে জায়গা বাঁচানোর ৫ স্মার্ট আসবাব ডিজাইন

শহরের আধুনিক জীবনে, যেখানে সবাই ফ্ল্যাটে বাস করে, সেখানে জায়গার অভাব একটি বা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরনো দিনের মতো বিশাল বাড়ি, ঠাকুরদালান বা ডাইনিং রুম আর আজকালকার ছোট ফ্ল্যাটে একসাথে জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাড়ির অন্দরসজ্জার ক্ষেত্রে এমন আসবাবের সন্ধান করা হচ্ছে, যা কম জায়গায় বেশি কাজ করতে পারে। নতুন বছরে নিজের ফ্ল্যাটটি নতুনভাবে সাজাতে চাইলে এই প্রতিবেদনে থাকছে কিছু স্মার্ট আসবাবের আইডিয়া, যা আপনার ছোট ফ্ল্যাটকে বা ও সজ্জিত দেখাবে।

১. বসার জায়গাঃ ফ্ল্যাটে বসার জায়গা সেভাবে বড় থাকে না, তাই অনেকেই টুল বা মোড়ার ব্যবহার করেন। কিন্তু এতে ঘরের জায়গা অনেকটাই নষ্ট হয়। এর সমাধান হিসেবে এখন বাজারে অনেক ধরনের আসবাব আসছে, যা একাধিক কাজ করতে পারে। একদিকে বসার জন্য ব্যবহার করা যাবে, অন্যদিকে নিচে ড্রয়ার থাকলে আপনি সেগুলোতে জামাকাপড় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও রাখতে পারবেন। এই ধরনের আসবাব কম জায়গা নেয় এবং আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর জন্যও সুবিধাজনক।

২. সোফা-কাম-বেডঃ ফ্ল্যাটে জায়গা বাঁচানোর জন্য সোফা-কাম-বেড এখন অনেক জনপ্রিয়। তবে যদি সোফা নিতে চান, তবে শুধুমাত্র একটি ছোট সোফা নেওয়া ভালো। বেশিরভাগ সোফাই তিন সিটের হয়ে

থাকে, কিন্তু তার চেয়ে দুটি সিটের সোফা নিলে ঘরের জায়গা অনেক বেশি যাবে। এছাড়া, ফোল্ডিং চেয়ারের ব্যবহারও ব্যাতিতে জায়গা বাঁচাতে খুবই কার্যকরী। ফোল্ডিং চেয়ারগুলোর সাহায্যে আপনি প্রয়োজনীয় সময়েই অতিরিক্ত বসার জায়গা তৈরি করতে পারবেন।



৩. কফি বা টি-টেবিলঃ কফি বা টি-টেবিল বাড়ির জন্য একটি অপরিহার্য আসবাব। অতিথিদের আ্যায়নে এটি খুবই উপকারী, যেখানে আপনি চা বা কফি পরিবেশন করতে পারেন। কিন্তু কফি টেবিলের সঙ্গেই যদি টুলের সেট রাখা যায়, তাহলে এটি আরও সুবিধাজনক হয়ে ওঠে। টুলগুলো সহজেই টেবিলের নিচে রাখা যায়, ফলে জায়গা কম নেয় এবং প্রয়োজনে টুলগুলো ব্যবহার করা যায় অতিরিক্ত বসার জন্য। এই টেবিলটি ঘরের শোভা বানানোর পাশাপাশি, একটি স্মার্ট সমাধানও

সম্প্রদায়। এতে পেনস্ট্যান্ড, ল্যাপটপ, ডায়েরি ইত্যাদি রাখা যায়। অনেক সময় এই ওয়াল ডেস্কের সঙ্গে ফোল্ডিং ডেস্ক থাকে, যা প্রয়োজনে খুলে বসার জায়গা হয়ে উঠতে পারে। এতে ঘরটি আরও সুশৃঙ্খল এবং স্থান বাঁচানোর জন্য উপযুক্ত।

৫. ট্রান্ডেল বেডঃ ট্রান্ডেল বেড অনেকেরই পছন্দের তালিকায় রয়েছে, বিশেষ করে যেখানে ছোট ঘর এবং অতিথির জায়গার সমস্যা থাকে। এই ধরনের বিশেষত্ব হলো এরা নীচে একটি অতিরিক্ত বিছানা থাকে, যা সহজেই বের করে রাখা যায়। এর

ফলে, একদিকে আপনি নিজে বা আপনার ছেলে-মেয়ে ঘুমানোর জন্য এক বিছানা ব্যবহার করতে পারেন, আর অন্যদিকে অতিথি এসে ওই নীচের বিছানাটি টেনে বের করে ব্যবহার করতে পারেন। এতে বারি শোভা কমে না, এবং প্রয়োজনীয় সময় অতিথিদের জন্য সুবিধাজনক



বিছানা পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাটে বাড়তি জায়গা পাওয়ার জন্য উপরের এই স্মার্ট আসবাবগুলি ব্যবহার করতে পারেন। এসব আসবাব আপনার ঘরকে সুশৃঙ্খল রাখবে, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বসার জায়গা ও স্টোরেজের জন্য সাহায্য করবে। আসবাবগুলি কেবল জায়গা বাঁচায় না, তারা আপনার ঘরকে আরও আধুনিক এবং সুগন্ধও করে তোলে। নতুন বছরের শুরুতে, আপনার ছোট ফ্ল্যাটটিকে এই আধুনিক আসবাব দিয়ে সাজান এবং এক নতুন রূপে উপভোগ করুন।

তোয়ালে ব্যবহারে সঠিক যত্ন নিন, সুস্থ থাকুন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তোয়ালে ও গামছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নান বা হাত-মুখ মুছতে, প্রায় প্রতিদিনই এদের ব্যবহার করি। কিন্তু, জানেন কি, তোয়ালের সঠিক যত্ন নিলে জীবাণু সংক্রমণ থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া যায়? অধিকাংশ সময়, সঠিকভাবে শুকানো বা নিয়মিত পরিষ্কার না করা তোয়ালে আমাদের শারীরিক সমস্যার কারণ হতে পারে। চলুন, জানি কীভাবে তোয়ালেকে সঠিকভাবে পরিষ্কার রাখলে সুস্থ থাকা সম্ভব।

তোয়ালে কাটার নিয়মঃ সাধারণভাবে, তোয়ালে ব্যবহারের পর ৩-৪ বার ব্যবহার করার পর থোয়া উচিত। তবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম একটু আলাদা।

১. স্নান পরবর্তী তোয়ালেঃ স্নান

করার পর তোয়ালে ৩-৪ বার ব্যবহারের পর ধুয়ে ফেলুন।
২. হাত মোছার তোয়ালেঃ হাত মুছতে ব্যবহৃত তোয়ালে ১-২ দিন অন্তর থোয়া উচিত।

৩. জিমের তোয়ালেঃ জিমের তোয়ালে প্রতিবার ব্যবহারের পর ধুয়ে ফেলুন।

৪. মুখ মোছার তোয়ালেঃ মুখ মুছার তোয়ালে প্রতিদিনই ধুয়ে ফেলুন। এই নিয়ম মেনে চললে আপনার তোয়ালে জীবাণুমুক্ত থাকবে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমবে।

তোয়ালে পরিষ্কার রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শঃ

১। নিজের তোয়ালে অন্যকে ব্যবহার করতে দেবেন নাঃ তোয়ালে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস, তাই অন্য কাউকে

এটি ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। এতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. ভেজা তোয়ালে ব্যবহার করবেন নাঃ ভেজা তোয়ালে ব্যবহার করলে জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্যবহার শেষে তোয়ালে ভালোভাবে শুকিয়ে রাখুন।

৩. সঠিকভাবে শুকানোঃ তোয়ালে ব্যবহারের পর ভালোভাবে টান টান করে শুকিয়ে রাখুন। এতে তোয়ালে দ্রুত শুকাবে এবং জীবাণু বৃদ্ধির সুযোগ কম হবে।

৪. গরম জল ব্যবহার করুনঃ তোয়ালে ধোয়ার জন্য গরম জল ব্যবহার করুন, কারণ গরম জলে জীবাণু ধ্বংস হয়। ঠান্ডা জলে ধোয়া তোয়ালে জীবাণু সঠিকভাবে ধুয়ে না নিতে পারে।

৫. নরম তোয়ালে ব্যবহার করুনঃ তোয়ালে ব্যবহারের পর যদি সেটা নরম না থাকে, তবে আর ব্যবহার না করাই ভালো। এ ধরনের তোয়ালে ত্বককে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৬. নতুন তোয়ালে সময়মতো বদলানঃ প্রতি বছর অন্তত একবার তোয়ালে বদলানো উচিত। পুরনো তোয়ালে আর কার্যকরী নয় এবং তা জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয় হতে পারে।

তোয়ালে পরিষ্কার রাখার এই সহজ নিয়মগুলি মেনে চললে, আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন এবং বিভিন্ন রোগেবালাই থেকে রক্ষা পাবেন। বিশেষ পরশুরম বদলের সময় এসব নিয়ম মেনে লোা অভ্যস্ত জরুরি। তাই, এবার থেকে তোয়ালে ব্যবহারের সময় একটু সচেতন হোন এবং সুস্থ থাকুন।

পালঘরে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের প্রথম পাহাড়ি সুড়ঙ্গ সফলভাবে হল, ঘোষণা করলেন শ্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব

২ জানুয়ারিঃ ভারতের রেলপথ, তথ্য ও সম্প্রচার এবং হেলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্রের পালঘরে বুলেট ট্রেন প্রকল্পের প্রথম পাহাড়ি সুড়ঙ্গ ভেদ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মহিলাফলক ঘোষণা করেছেন। এটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম পাহাড়ি সুড়ঙ্গ, যা পালঘরের ভিয়ার এবং বোইসার বুলেট ট্রেন স্টেশনের মধ্যে অবস্থিত। এই সুড়ঙ্গটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ কিলোমিটার এবং এটি পালঘর জেলার অন্যতম দীর্ঘ সুড়ঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। এটি MT-৫ নামক সুড়ঙ্গ, যা দুটি প্রান্ত থেকে খোঁড়া হয়েছে এবং ১৮ মাসের মধ্যে কাটিং এন্ড ব্লাস্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে খোঁড়াটি সম্পন্ন হয়েছে। এই পদ্ধতিটি গ্রাউন্ড বিহে/ভিয়ারের রিয়েল-টাইম মনিটরিং করতে সাহায্য করে এবং সাইটের অবস্থার ভিত্তিতে সাপোর্ট সিস্টেম যেমন শটক্রোট, রক বন্টস এবং ল্যাটিস গার্ডার ব্যবহারের সুযোগ দেয়। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেমন ভেন্টিলেশন, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং সটিক অ্যাক্সেস ও ইঞ্জেনের ব্যবস্থা খুবই সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। এটি নির্গমন হ্রাস করবে। তিনি বলেন, একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন, বিশেষত এমন একটি সময়ে, যখন এই প্রকল্পটি দেশজুড়ে প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য একটি মডেল হয়ে উঠেছে।

এর কারণ, গত সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ মুম্বই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে প্রথম আভারগাউন্ড সুড়ঙ্গের প্রায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ শেষ করা হয়েছিল। মুম্বই-আহমেদাবাদ উচ্চ গতির রেলপ্রকল্পটি প্রায় ৫০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ, যার মধ্যে ২৭.৪ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ এবং ৬.৪ কিলোমিটার ভূ-সামগ্রিক সুড়ঙ্গ রয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট আটটি পাহাড়ি সুড়ঙ্গ রয়েছে, যার মধ্যে মহারাষ্ট্রে সাতটি এবং গুজরাতে একটি। মহারাষ্ট্রে সাতটি সুড়ঙ্গের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৬.০৫ কিলোমিটার এবং গুজরাতে একটি

৩৫০ মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ রয়েছে। এই প্রকল্পটির বিশেষত্ব হল যে এটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ এবং একীভূত করবে। শ্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই প্রকল্পটি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতে এর কার্যক্রমের সময় আরও অনেক সুযোগ তৈরি হবে। তিনি আরও বলেন, একবার এই প্রকল্পটি শেষ হলে, এটি মুম্বই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে ভ্রমণ সময় মাত্র ১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিটে কমিয়ে আনবে।

এটি কেবলমাত্র একটি উন্নত ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা নয়, বরং এই প্রকল্পটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি জানিয়ে দেন যে এই প্রকল্পটি নতুন শিল্প এবং আইটি হাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির যাত্রীদের জন্য সস্তা এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করবে। শ্রী বৈষ্ণব আরও উল্লেখ করেছেন যে, এই প্রকল্পটি পরিবেশগত দিক থেকে অত্যন্ত উপকারী হবে, কারণ এটি সড়ক পরিবহনের তুলনায় প্রায় ৯৫ শতাংশ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটি দীর্ঘমেয়াদে দেশকে পরিবেশগতভাবে টেকসই একে তুলে ধরবে এবং একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এটি পরিবহন খাতে যে বিপ্লব ঘটাবে যাচ্ছে, তা ইতিমধ্যেই দেশের উন্নত ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। একাধিক শহরের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের ফলে, দেশটির অর্থনীতি আরও দ্রুত গতিতে বাড়বে এবং নতুন উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। মহারাষ্ট্রে চলমান কাজের অগ্রগতি- মহারাষ্ট্রে বর্তমানে সাতটি পাহাড়ি সুড়ঙ্গের উপর কাজ চলছে। এর মধ্যে- MT-১ (দৈর্ঘ্যঃ ৮২০ মিটার) - শারীরিক অগ্রগতিঃ ১৫ শতাংশ MT-২ (দৈর্ঘ্যঃ ২২৮ মিটার) - বর্তমানে প্রাথমিক কাজ চলছে MT-৩ (দৈর্ঘ্যঃ ১,৪০৬ মিটার) -

শারীরিক অগ্রগতিঃ ৩৫.৫ শতাংশ MT-৪ (দৈর্ঘ্যঃ ১,২৬০ মিটার) - শারীরিক অগ্রগতিঃ ৩১ শতাংশ MT-৫ (দৈর্ঘ্যঃ ১,৪৮০ মিটার) - শারীরিক অগ্রগতিঃ ৫৫ শতাংশ, এবং ২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে এটি সফলভাবে ভেদ করা হয়েছে। ধৃশ্ব-৬ (দৈর্ঘ্যঃ৪৫৪ মিটার) - শারীরিক অগ্রগতিঃ৩৫ শতাংশ ধৃশ্ব-৭ (দৈর্ঘ্যঃ ৪১৭ মিটার) - শারীরিক অগ্রগতিঃ২৮ শতাংশ মহারাষ্ট্রে এই সাতটি পাহাড়ি সুড়ঙ্গের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ কিলোমিটার। এই কাজগুলির সফল অগ্রগতি প্রকল্পের গতি বজায় রাখছে এবং দেশবাসীর জন্য এক নতুন যুগের পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে। এমএইচএসআর প্রকল্পের অর্থনৈতিক প্রভাব- এমএইচএসআর প্রকল্পটি দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি শুধু পরিবহণ খাতকেই পরিবর্তন করবে না, বরং একাধিক শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধন করবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ভারতে উচ্চ গতির রেল নেটওয়ার্ক স্থাপিত হলে, দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বের অন্যতম আধুনিক রেল নেটওয়ার্ক হিসেবে এটি পরিচিতি লাভ করবে। এই প্রকল্পটি গুজরাত, মহারাষ্ট্র, এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলির মধ্যে যোগাযোগের সমর্থন করবে,এনে আর্থিক কার্যক্রমে উন্নতি ঘটাবে এবং এর পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গতিতে ত্বরান্বিত করবে।মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পটি ভারতের পরিবহণ খাতের একটি মহিলাফলক। এটি একদিকে যেমন দেশের আধুনিকীকরণের প্রতীক, তেমনি এটি দেশের ভবিষ্যকে সাঙ্গ্রাী এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্রকল্পটি শুধু মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের মধ্যে যোগাযোগের সহজতা বাড়াবে না, বরং সারা দেশে একটি নতুন যুগের শুরু হবে, যা দেশের অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটাবে।

তুরস্কের বিমান ভাড়ায় ভারতের আকাশে, সেলেবি চুক্তি বাতিলের পরও কেন এই পৃথক আচরণ?

২ জানুয়ারি ঃ তুরস্ক ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে, ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২০২৫ সালের মে মাসে একটি বড়সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে ভারত সরকার তুরস্কের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সংস্থা ‘ সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করার নির্দেশ দেয়।

এর ফলে ভারতের নয়টি বিমানবন্দর থেকে সেলেবি সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে, একই সময়ে ইন্ডিগো, ভারতের একটি বড় বিমান সংস্থা, তুরস্কের বিমান ভাড়া নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে তার ফ্লাইট, যেখানে বিদেশি ত্রু, বিশেষ করে তুরস্কের পাইলটরা উপস্থিত থাকছেন। প্রশ্ন উঠেছে, এক যাত্রায় কেন এমন পৃথক সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে? কেন সেলেবি-র চুক্তি বাতিল হওয়ার পরও তুরস্কের বিমানের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে? ২০২৫ সালের মে মাসে, ভারত সরকার তাদের নিরাপত্তার কারণে ‘ সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল জাতীয় নিরাপত্তার পদক্ষেপ, যার আওতায় তুরস্কের কোম্পানিকে ভারতের বিমানবন্দর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ভারত সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে, ভারতীয় আকাশে তুরস্কের কোনও কার্যক্রম সম্ভব ছিল না। এই পদক্ষেপের পেছনে যুক্তি ছিল, তুরস্ক পাকিস্তানকে

সমর্থন দিয়ে ভারত-বিরোধী অবস্থান নিয়েছিল এবং তার সঙ্গে এয়ারলাইন সংস্থাগুলোর চুক্তি ভারতের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের মিত্র সম্পর্ক ভারতের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

তবে, যখন এই কঠোর পদক্ষেপের পর সেলেবি-র চুক্তি বাতিল করা হয়, তখন ভারতীয় আকাশে তুরস্কের বিমানের উপস্থিতি নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছে। ইন্ডিগো, ভারতের সবচেয়ে বা বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে একটি, বর্তমানে তুরস্কের বিমানের ওয়েট লিজ (যেটুকু বিমান ভাড়া নেওয়া হয় তার সাথে পাইলট, ক্রু, এবং অন্যান্য সেবা যুক্ত থাকে) নিয়ে তার ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

ভারত সরকারের বিমান পরিবহনের নিয়ন্ত্রক, ডিজিসিএ (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সivil এভিয়েশন) এই কার্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছে, যার ফলে তুরস্কের বিমানগুলি ভারতীয় অপারেশন সিঁদুর নামক একটি সূত্রের খবর অনুযায়ী, ইন্ডিগো বর্তমানে ১৫টি বিদেশি ওয়েট লিজড বিমান ব্যবহার করছে, যার মধ্যে সাতটি তুরস্কের। ডিসেম্বরে, ইন্ডিগোকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তুরস্কের দুটি বোয়িং ৭৭৭ এবং পাঁচটি বোয়িং ৭৩৭ বিমান পরিচালনার জন্য।

মাঘ মেলা উপলক্ষে ট্রেন
গোরখপুর, ০২ জানায়গিঃ মহাপরিচালক, পূর্বাণ্ডের রেলওয়ে শ্রী উদয় বোরোয়ানকর ০২ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মাঘ মেলা উপলক্ষে ট্রেন চলাচল পর্যালোক্ষা এবং ভিড পরিচালনার জন্য গোরখপুরস্থ সদর দফতরের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তৈরি করা হওয়া ওয়ার রুমে পৌঁছিয়ে প্রয়াগরাজ রামবাগ এবং বুসি স্টেশনে ভিড নিয়ন্ত্রণের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যে, স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আর.পি.এফ.), বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে, যাতে স্টেশনে যাত্রীদের কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়। এই সময়ে মহাপরিচালক শ্রী আনন্দ ঋষি শ্রীবাস্তব, পরিসেবা, বাণিজ্যিক এবং সিগন্যাল ও দূরসংযোগ বিভাগের সিনিয়র রেল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

CHANGE OF NAME
I, Arpan Kumar Banerjee (Old Name) S/o Ashim Kumar Banerjee Residing at P 73, Southend Garden, Maniker Dokan Garia Srirampur Garia, District - South 24 Parganas, Pin - 700084, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Arpan Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 54/2026 Dated 02-01-2026. Arpan Kumar Banerjee (Old Name) and Arpan Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Wasim Khan S/o Late Md Shamim Khan Residing at 17B/2, Topsia 2nd Lane, P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin- 700039, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Sk Munna (Old Name) shall henceforth be known as Md Shamim Khan (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 80522 dated 30-12-2025. I declare that my de- ceased father Sk Munna (Old Name) and Md Shamim Khan (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Wahid Khan S/o Late Md Shamim Khan Residing at 17B/2, Topsia 2nd Lane, P.s - Tiljala, District - Kolkata, Pin- 700039, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Sk Munna (Old Name) shall henceforth be known as Md Shamim Khan (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 80519 dated 30-12-2025. I declare that my de- ceased father Sk Munna (Old Name) and Md Shamim Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Kalandar Ali Khan (Old Name) S/o Niamat Khan Residing at Sarda Kazi-para (Ansha), Sarda, Amta, District - Howrah, Pin - 711413, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Kalandar Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 55/2026 Dated 02-01-2026. Kalandar Ali Khan (Old Name) and Kalandar Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, ADAR BASI KHATUN W/O ABU JOBAYER SK MY HUSBAND'S PASSPORT MY NAME HASBEEN RECORDED AS ADAR BASI BIBI AF- FIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23/12/21 ADAR BASI KHATUN AND ADAR BASI BIBI IS SAME PERSON, MY ACTUAL NAME IS ADAR BASI KHATUN. R/O VILL HATGACHHA.P.O KAMARI. S KALIGANJ DIST NADIA

CHANGE OF NAME
I, Gopal Ch Mondal, Gopal Chandra Mondal (Old Name) S/o Chimai Mondal Residing at Mondal Para, Vtc - Champahati, P.o - Champahati, District - South 24 Parganas, Pin - 743330, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Gopal Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 02-01-2026. Gopal Ch Mondal, Gopal Chandra Mondal (Old Name) and Gopal Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sangita Devi Kanoria (old name) daughter of Late Madan Lal Kedia and wife of Late Suraj Kumar Kanodia, re- siding at 10, Mukhran Kanoria Road, Howrah - 711011, West Bengal, have changed my name and shall hence- forth be known as Sangita Devi Kan- odia (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2026. Sangita Devi Kanoria (old name) and Sangita Devi Kanodia (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Priyanka Mallick (Old Name) W/o Tanmay Sarkar Residing at Vill - Sain- pala, Abu Daiyan Road, P.o+P.s - Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743411, West Bengal India Have Changed my name and shall hence- forth be known as Priyanka Sarkar Mallick (New Name) as declared be- fore the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat, North 24 Parganas, vide affidavit no 21790/24 Date 20-09-2024. Priyanka Mallick (Old Name) and Priyanka Sarkar Mallick (New Name) both are same and one identical person.



সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান বৈতানিক রবীন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকতা, ২ জানুয়ারি ঃ কবিগুরুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠান বৈতানিক রবীন্দ্র সংস্কৃতির পীঠস্থান। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী এবং বৈতানিকের ৭৮ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন প্রাঙ্গণ মধ্যে পান্দিরনব্যাপী চতুর্ন্থতম বৈতানিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যা কলকাতায় সারাসরে দেখা যায় না। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হয় সৌমেন ঠাকুরের দুই নান্দী রঞ্জিনী দেবী ও অরুনি দেবী, সংস্থার প্রেসিডেন্ট শ্রীমতি বরনা ডব্র, ভাইস প্রেসিডেন্ট সব্যসাচী হাজরা ও স্নানামন্ডন্য সংগীত পরিচালক শ্রী টোটিন মৈত্রের উপস্থিতিতে। অতীষ্টান সূচিতে হয় কৌশিক দে’র পরিচালনায় ‘ব্রাহ্মবন্দ্যের’ সমবেত সংগীত দিয়ে। ডঃ বানানী দে’র পরিচালনায় বৈতানিকের ছাত্র-ছাত্রীদের সৌমেন ঠাকুরের আটটি গান ও তার সঙ্গে সংহার কর্ণধার শ্রী বিপ্লব বসুৱ



দিনের পরিবেশনায় ছিল ডঃ বানানী দে’র অনবদ্য কণ্ঠে একক গান, অলক রায়চৌধুরী পরিচালিত মল্লার এবং ‘বাহির ছেড়ে ভিতরে’, সাহিত্যকা শান্তিনিকেতন পরিষিতে ‘রথের রশ্মি’ অবলম্বনে দীপ্ত মজুমদার এর একক শ্রুতি নাটক। রেহেতু এই বছর নাচট্যাভিনেতা

বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষ, তাই ছিল নাটকের নানা ধরন। ‘ইমৈন জলপাইগুড়ি’ পরিবেশিত ‘শেবল পরিবেশায় ‘নানোরথ কালপুরুষ’, নারীর অবস্থানকে নৃত্য গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন সোমা গিরি। সরোজিনী ঊদল একেজৌর কর্ণধার সোমা গুহ নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন ‘রবির রথের রশ্মি’। দ্বন্দ্বর্ধন শিল্পী শ্রী দেবশীষ রায়চৌধুরী ও অরুনিতার রবীঠাকুরের ‘বক্ষাল’ গল্পপাঠ দর্শকদের সম্মোহিত

করে। ‘ব্রহ্মিক ও ‘মার্ভে’ সংস্থারয়োর গান কবিতার কোলাজ ভালো লাগে। বিশ্রুতরতীর অধ্যাপক ডঃ অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় বক্তৃতার সঙ্গে অভিনয় করে দেখান রবীন্দ্র নাটকে নাচ ও গানের ব্যবস্থার। ছিল দর্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘পুন্স’ ও ডঃ বানানী দে পরিচালিত ‘হ্দ কম্বলে’র সম্মতে গান। যাবদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ‘বাংলা চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র সংগীতে প্রয়োগ’ বিষয়ের উপর বক্তৃতা শ্রোতাদের মন্তুস্ব কর়ে রাখে। প্রীতম চক্রবর্তী এর একোজ সহযোগে রবি ঠাকুরের গান অপূর্ণা দিপালী দত্তের ব্যবস্থানায় ‘মল্লার’ পরিবেশিত ‘ কালমুদ্রা’ ও ইলিয়া দাস ম্যুজির্জি নির্দেশনায় ‘নানোরথ ইনস্টিটিউ’ পরিবেশিত ‘অনুসিহের পদাবলী’ নৃত্যদান সুশ্রাব্য। অনুষ্ঠান চাকালীন বাংলাদেশে ছায়ানাট কে পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদক্ষণ কর্ণধার বিপ্লব বসু বৈতানিকের মঞ্চটিকে ছায়ানাট মঞ্চ বলে ঘোষণা করেন।

মিশন ২০২৬

যে তিনটি মাইলস্টোন ছোঁয়ার লক্ষ্যে মাঠে নামবেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৫ শেষ। সামনে ২০২৬। আর এই নতুন বছরে তিনটে স্পষ্ট মাইলস্টোন চোখে রেখে নামতে চলেছেন বিরাট কোহলি।

● আইপিএলে ৯ হাজার রানের দোরগোড়ায়

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এই মুহুর্তে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক বিরাট। ২৫৯ ইনিংসে ৮ হাজার ৬৬১ রান। ২০২৬ আইপিএলে দরকার মাত্র ৬৩৯ রান। হাতে এলে তিনিই হবেন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার, যিনি ৯ হাজার রান ছুঁলেন। গোটা কেরিয়ারে একটি দলের হয়েই খেলেছেন-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স রোদালুরু। গত তিন মরশুমে একবারও ৬০০-র কম রান নেই।

হিসেবটা তাই বেশ সরল।

● ওয়ানডেতে ১৫ হাজার টার্গেট সচিন

ওয়ানডে ক্রিকেটে ১৫ হাজার রান-এই ক্লাবে এখন একটাই নাম। সচিন তেড্ডুলকর। ৪৫২ ইনিংসে ১৮,৪২৬ রান। বিরাটের আপাতত ১৪,৫৫৭, ইনিংস ২৯৬। দরকার ৪৪৩। ২০২৬ সালাই সেই গাণ্ডি পেরনো সম্ভব। সেক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ঢুকে পড়বেন এই এলিট লিস্টে।

● আন্তর্জাতিক রানে দু'নম্বরে ওঠার সুযোগ

টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-২০ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাটের মোট রান ২৭,৯৭৫। সামনে কেবল একটাই নাম-কুমার সান্দ্বাকরা, যাঁর ঝুলিতে ২৮,০১৬। ব্যবধান মাত্র ৪২ রানের। ২০২৬-এর শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই এই রেকর্ড ভাঙা সম্ভব। তাহলে আন্তর্জাতিক রানে দ্বিতীয় স্থানে উঠে যাবেন বিরাট। সবমিলিয়ে তিনটি লক্ষ্য। নিপাট সংখ্যার হিসেব। কোনও আরেকের মোড়ক নেই। চলতি সিকেন তাই বিরাট কোহলির কাছে রেকর্ডের বছর-ক্রিকেটীয় অঙ্কে সাজানো মিশন।

ভারত নয়, হেলমেটে প্যালেস্টাইনের পতাকা! কাশ্মীরি ক্রিকেটারের কাণ্ডে বিতর্ক, আসরে পুলিশ

জন্ম, ২ জানুয়ারিঃ প্যালেস্টাইনের পতাকা হেলমেটে লাগিয়ে মাঠে নামলেন কাশ্মীরি ক্রিকেটার! বিতর্কিত ঘটনাটি ঘটেছে জন্মুর এক স্থানীয় ক্রিকেট লিগে। ব্যাটারের হেলমেটে প্যালেস্টাইনের পতাকা দেখেই নড়েচড়ে বসেছে স্থানীয় পুলিশ। ইতিমধ্যেই তলব করা হয়েছে অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে। টুর্নামেন্টের আয়োজকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অভিযুক্ত ক্রিকেটারের নাম ফুরকান বাটা। তিনি অশ্লিষ নিয়েছিলেন জন্মতে আয়োজিত জন্ম-কাশ্মীরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। জেকে১১ দলের সদস্য ছিলেন ফুরকান। সম্প্রতি জন্ম ট্রেলিজার্জের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবারের ওই ম্যাচেই ফুরকান মাঠে নেমেছিলেন প্যালেস্টাইনের পতাকা হেলমেটে লাগিয়ে। সেই ভিডিও ছ হু করে ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। জাতীয় দলে খেলা তারকারা সাধারণত দেশের পতাকা হেলমেটে লাগিয়ে মাঠে নামেন। কিন্তু কাশ্মীরি ক্রিকেটারের হেলমেটে



ম্যানচেস্টার সিটির জয়রথ থামল সান্ডারল্যান্ডের মাঠে



সান্ডারল্যান্ড, ২ জানুয়ারিঃ সান্ডারল্যান্ডের মাঠে বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা আট জয়ের পর পয়েন্ট হারাল ম্যানচেস্টারের দলটি। লিগ টেবিলে আর্সেনালের সঙ্গে ব্যবধান দুই পয়েন্টে নামিয়ে আনার সুযোগও হারাল তারা। আট বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফেরা সান্ডারল্যান্ডের মাঠে খেলা এই মরশুমে সব দলের জন্যই কঠিন হয়ে উঠছে। এখানে এর আগে পয়েন্ট হারিয়েছে আর্সেনাল, অ্যাষ্টন ভিলার মাঠে দলও। সব মিলিয়ে আসরে ঘরের মাঠে ১০ ম্যাচে এখনও হারেনি সান্ডারল্যান্ড (৫ জয় ও

৫ ড্র)। ১৯ ম্যাচে ১৩ জয় ও ২ ড্রয়ে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে সিটি। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ৭ জয় ও ৮ ড্রয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে সান্ডারল্যান্ড। পুরো ম্যাচে দুই দলই লক্ষ্যে শট রাখতে পারে সমান ৪টি করে। গোলের জন্য সিটির ১৪ শর্টের বিপরীতে সান্ডারল্যান্ড নিতে পারে ১০টি। প্রথমার্ধে দুই দলেরই কেবল একটি করে শট লক্ষ্যে ছিল। ১৯তম মিনিটে সান্ডারল্যান্ডের ব্রায়ান ব্রোবির শট ঠেকান গোলরক্ষক জানলুইজি দোমারুম্মা। ৬৭তম মিনিটে অর্লিৎ হলান্ডের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন আয়োজক গোলরক্ষক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নিকো গন্ডালেসের বদলি হিসেবে লম্বা সময় পর মাঠে ফেরেন রিড। ২০২৪ সালের ব্রালান ডি'র জয়ী স্প্যানিশ মিডফিল্ডার হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে গত প্রায় তিন মাসে খেলতে পারেন কেবল ১ মিনিট। ৪৮তম মিনিটে সুযোগ পান সান্ডারল্যান্ড। তিনিও পরাস্ত করতে পারেননি গোলরক্ষককে। ৭৪তম মিনিটে গোল পেতে পারত সিটি কিন্তু ইয়োসোকা ভার্দিগলের শট পোস্টে লাগে। শেষ দিকে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ালেও ডেডলক ভাঙতে পারেনি সিটি।



লিভারপুল, ২ জানুয়ারিঃ অ্যানফিল্ডে বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার জয়ের পর হ্যাটট্রিক খেল লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে ১০ জয় ও ৬ ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে শিরোপাধারীরা। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের চেয়ে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে তারা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই দুই দলের লড়াইয়ের দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বয়ে যায়। দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও সেদিন জিততে পারেনি লিভারপুল। বারবার রং বদলানো সেই ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ৩-৩ ড্র হয়েছিল। ম্যাচের শুরু

থেকে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ ধরে রাখলেও, খুব বেশি ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি লিভারপুল। বরং গোলরক্ষকের ভুলে উল্টো প্রথমার্ধে গোল খেতে বাসেছিল তারা। ৬২তম মিনিটে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে দুর্বল শটে লিভরের ইথান আমপাদুর পায়ে বল তুলে দেন আলিসন। প্রতিপক্ষের এমন উপহার পেয়েও অবশ্য কাজে লাগাতে পারেননি তিনি, তার দুর্বল শট ছুটে এসে রুশে দেন ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক। বিরতির পরও একইভাবে এগোতে থাকে খেলা। বারবার আক্রমণে ওঠে লিভারপুল কিন্তু প্রতিপক্ষ শিবিরে ঠিক ভীতি ছাড়াতে পারছিল না তারা। ৬৯তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ তৈরি হয়, তবে ভার্জিল ফন ডাইকের হেডে বল এক ড্রপ খেয়ে বাইরে যায়। ৭০তম মিনিটে বদলি নেমে ১০ মিনিটের মধ্যে জালে বল পাঠান ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইন। তবে ইংলিশ এই ফরোয়ার্ড অফসাইডে থাকায় বর্চো যায় লিভারপুল। বাকি সময়েও লড়াইয়ে তেমন কোনো উদ্ভাদনা ফেরাতে পারেনি কেউ। লিগে টানা ছয় ম্যাচ অপরাজিত রইল লিডস। ১৯ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে যোড়শ স্থানে আছে দলটি।

‘মেসির কখনও অবসর নেওয়া উচিত নয়’

বয়সের কারণে দুই পায়ে গতি, শরীরের রিফ্রেক্স হয়তো কমেছে একটু কিন্তু মাঠে লিওনেল মেসির কার্যকারিতা বলা যায় আছে আগের মতোই। তবুও আসছে বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নে এখনও যেন কিছুটা দ্বিধায় আছেন তিনি। তবে এই ফুটবল জাদুকরের সামর্থ্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের।

মাদ্রিদ, ২ জানুয়ারিঃ বয়স ৩৮ বছর হয়ে গেলেও, ফুটবল পায়ে তার খার যে এখনও প্রায় আছে আগের মতোই, কিছুদিন আগেও তার প্রমাণ দিয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে গোল করে ও করিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি এবং বাছাই পেরিয়ে সবার আগে আগামী বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় শিরোপাধারীরা। আর ক্লাব ফুটবলে ইস্টার মায়ামির জার্সিতে শুরু থেকেই দারুণ সফল মেসি। এই বছর দলকে সর্বোচ্চ সাফল্য এনে দিয়েছেন তিনি তার অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অন্যদের অবদানে ডিসেম্বরে শুরুতে এমএলএস কাপ জয় করে মায়ামি। মেজর লিগ সকারে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দ্বিতীয় মরশুমে এমভিপি (মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার) নির্বাচিত হন মেসি। প্রতিযোগিতাটির নিয়মিত মরসুমে এবার ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে ‘গোল্ডেন বুট’ জেতেন তিনি। এছাড়া সহায়তা করেন ১৯ গোলে। জাতীয় দলের হয়েও নিয়মিত গোল পেয়েছেন মেসি। কিন্তু বিশ্বকাপে



খেলার প্রশ্ন উঠলেই যেন নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নেন তিনি। সবশেষ ডিসেম্বরের শুরুতে ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

জয়ী বলেছিলেন, শারীরিকভাবে পুরোপুরি ফিট থাকলেই কেবল খেলবেন বিশ্বকাপে। স্পেন শুরুতে ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে

নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। সেখানেই ওঠে বিশ্বকাপ খেলার প্রশ্নে মেসির দ্বিধাযুক্ত থাকার কথা। উত্তরে স্পেনের ইউরো জয়ী কোচ ভুয়সী প্রশংসায় ভাসালেন কাতার বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়কে। “মেসি ওইসব খেলোয়াড়দের একজন, যাদের কখনও অবসর নেওয়া উচিত নয়। ঠিক যেমন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। তারা চমৎকার ফুটবলার।” আগামী মার্চে ২০২৪ এর কোপা আমেরিকা জয়ী মেসির আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামবে ওই একই সময়ে ইউরো জয়ী স্পেন দল। ফিনালিস্টিমা এক নামের এক ম্যাচের এই শিরোপার লড়াইয়ের প্রসঙ্গ টেনেও দে লা ফুয়েন্তে মেসির কেবল প্রশংসাই করলেন। “ফিনালিস্টিমা কিংবা বিশ্বকাপে মেসির ফর্ম যেমনই থাকুক না কেন, সে ওইসব খেলোয়াড়দের একজন যারা এক মুহুর্তেই ব্যবধান গড়ে দিতে পারে। লিওর ক্যারিয়ারের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে এবং আগামীতে সে যা কিছু করবে, তার প্রতিও।”

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কামব্যাক ভেনাসের

নিউ ইয়র্ক, ২ জানুয়ারিঃ বয়স শুধু সংখ্যা-কথাটা আবারও প্রমাণ করতে চলেছেন ভেনাস উইলিয়ামস। সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী মার্কিন তারকা ২০২৬ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিরছেন ওয়াইল্ডকার্ড নিয়ে। জানুয়ারির ১৮ তারিখ থেকে মেলবোর্নে শুরু টুর্নামেন্ট। পাঁচ বছর পর আবার মূল ড্র-তে দেখা যাবে ভেনাসকে। ৪৫ বছর বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূল ড্র-তে নামা সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হতে চলেছেন ভেনাস। এতদিন এই রেকর্ড ছিল জাপানের কিমিকো ডেটের। ভেনাসের ক্ষেত্রে এই প্রত্যাবর্তন শুধু বয়সের নয়, সময়েরও। ১৯৯৮ সালে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলেছিলেন তিনি। সেই হিসেবে ২৮ বছর পর আবার মেলবোর্নের বড় মঞ্চে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ভেনাস দু'বার ফাইনাল খেলেছেন-২০০৬ ও ২০১৭ সালে। দু'বারই হার সেরেনা উইলিয়ামসের কাছে। টুর্নামেন্টে তাঁর সামগ্রিক রেকর্ড বলছে ৫৪ জয়, ২১ হার। ২০২১-এর পর আর নিয়মিত ট্যুরে দেখা যাবেন তাঁকে। তবে মেলবোর্ন পার্ক বরাবরই তাঁর কেরিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আগে

সাঁধারণ দর্শক আগ্রহ হারাবে। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন স্পিনারের কথায়, “ভারত বনাম নামিবিয়া বা ভারত বনাম ইউএসএ-এই ধরনের ম্যাচ বিশ্বকাপের আনন্ডটাই নষ্ট করে দেয়। এগুলো এমন লড়াই, যেগুলো আপনাকে বিশ্বকাপ দেখা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।” পাশাপাশি অশ্লিষ মনে করিয়ে দিয়েছেন, আগে



অকল্যান্ডে খেলার পরিকল্পনাও রয়েছে ভেনাসের। সেখানেও ওয়াইল্ডকার্ড পেয়েছেন। হোবার্ট টুর্নামেন্টেও নাম লেখানো সারা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই কামব্যাক এসেছে ব্যক্তিগত জীবনের এক বড় পরিবর্তনের ঠিক পরে-অভিনেতা ও মডেল অ্যান্ড্রোয়া প্রেটির সঙ্গে বিয়ের কয়েক দিনের মধ্যেই। বয়স নয়, প্রস্তুতিই শেষ কথা। নতুন মরশুমে তা কাজে করে দেখাতে মুখিয়ে রয়েছেন ভেনাস।

ঘরের মাঠে সিডনি টেস্টেই অবসর উসমান খোয়াজার

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ২ জানুয়ারিঃ দীর্ঘ দিন ধরেই তাঁকে ঘিরে চলছিল জল্পনা। ব্যাট হাতে ধারাবাহিকতা না থাকায় প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশ প্রকাশেই প্রশ্ন তুলছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। কেউ কেউ অবসর নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নিজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলের অতিথি ব্যাটার উসমান খোয়াজা।



শুক্রবার ঘোষণা করলেন, চলতি অ্যাসেম্বের সিডনি টেস্টেই হবে তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ। চিরপরিচিত সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে অবসর ঘোষণার সময় আবেগ সামলাতে পারেননি খোয়াজা। স্ত্রী র্যাচেল এবং দুই সন্তানকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, “কয়েক দিন ধরেই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম। অ্যাসেম্বে জে নামার সময়েও মনে হচ্ছিল, এটা হয়তো আমার শেষ সিরিজ।” এই সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পঞ্চাচা শুরু হয়েছিল খোয়াজার। আর সেই মাঠেই কেরিয়ারের শেষ টেস্ট খেলতে নামছেন তিনি, এক অদ্ভুত অথচ স্মরণীয় সমাপ্তন। এখনও পর্যন্ত ৮৭টি টেস্টে ৬,২০৬ রান করেছেন খোয়াজা। তাঁর গড় ৪৩.৬৯। কেরিয়ারে রয়েছে ১৬টি শতরান এবং ২৮টি অর্ধশতরান। ব্যক্তিগত সেরা ইনিংস ২৩২ রান। ৮৮তম টেস্টে নামার আগে নতুন রেকর্ড

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • দ্বিতীয় সংখ্যা • ১ জানুয়ারি ২০২৬

শীতে হাড়ের অসুখ

- এক মানেই কি একরকম?
- শেখা পেশাকরকে হাট ফেলিওর সমাধান
- হৃদরোগের অন্যতম কারণ হাই রাড জেসার
- আর্কিট অ্যান্ডোব্রাস্ট্রাল ইনফার্কশন
- প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার ৪ নীরব বাতক থেকে বাঁচতে এমনচেতনতা জরুরি
- কোভিডের ক্যান্সার বা ক্যান্সার ক্যান্সার
- আর্থ্রাইটিস
- অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধের উপায়
- হৃদরোগ শাস্ত্রমূলক প্রতিকারীর বিষয়
- হাড়ের ব্যথা নিয়ন্ত্রণের উপায়

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন